গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৫.১৬.০২০.১৮. ৫৬০

তারিখঃ ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ / ১০ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড (Upload) সংক্রান্ত।

সূত্রঃ বাজেট-২ শাখার ০১ আগস্ট ২০১৯ তারিখের স্মারক নম্বর: ১৫.০০.০০০০.০১৬.২২.০০১.১৯-৩৩৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড (Upload) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১ (এক) সেট বার্ষিক প্রতিবেদন (সফ্টকপিসহ)।

১০/১০/১৯

শাহানারা বেগম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৭৮৭
E-mail-sas.admin2@moi.gov.bd

সিস্টেম অ্যানালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

তথ্য মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০১৮-২০১৯, তথ্য মন্ত্রণালয়
© চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
মহাপরিচালক
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সমন্বয়ক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া
পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা
মো. কামরুজ্জামান
সিনিয়র সম্পাদক
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী
সাবিনা ইয়াসমিন
হৃদয় কুমার বর্মন
জান্নাতে রোজী
প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রচ্ছদ
মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া

লেআউট ও ডিজাইন
এইচ কে বর্মন
মো. কামরুল

আলোকচিত্র
মো. নাজিম উদ্দিন,
তথ্য অধিদফতর ও
সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ

প্রকাশনায় : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা- ১০০০

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১৯

মুদ্রণ : এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

ভূমিকা

দেশে ও বহির্বিশ্বে প্রচারের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনগণকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রশাসনযন্ত্রের প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। মাথাপিছু আয়, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত ১১ বছর যাবৎ এ লক্ষ্যে সরকার দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নানান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। তাছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তার অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিংসহ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত করে 'বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০১৮-২০১৯' প্রকাশ করা হলো। আশা করি, প্রতিবেদন থেকে সংশ্লিষ্টগণ তথ্য মন্ত্রণালয়ের গত অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবেন।

সূচিপত্র

তথ্য মন্ত্রণালয়	০৫
তথ্য অধিদফতর	২৩
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	৩১
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৩৭
বাংলাদেশ টেলিভিশন	৪৯
বাংলাদেশ বেতার	৫৯
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	৭৭
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	৮৩
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	৯৩
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট	৯৯
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	১০৭
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	১১৭
তথ্য কমিশন	১২৩
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	১৩১
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	১৩৫
বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট	১৪১

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য মন্ত্রণালয়

আওতাধীন অধিদপ্তরের সংখ্যা: ১৫টি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

তথ্য মন্ত্রণালয় (Ministry of Information– MoI) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। স্বাধীনতা-পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের নীতি ও বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য 'তথ্য বিভাগ' নামে একটি দপ্তর গঠন করা হয়। তৎকালীন ১৯টি জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে 'তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'তথ্য মন্ত্রণালয়' করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের জনবল

অনুমোদিত পদ: ১৯১
পূরণকৃত পদ: ১৫৯
শূন্যপদ: ৩২
বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ: ১২

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৭ই জুন ২০১৯ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের সাথে এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান ও তথ্য সচিব আবদুল মালেক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা/অফিসসমূহের জনবল বিন্যাস

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ
মন্ত্রণালয়	১৯১	১৫৯	৩২	১২
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস	৭৪৫৬	৪৭৬৮	২৬৮৮	৩৫৮

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ
সর্বমোট	৭৬৪৭	৪৯২৭	২৭২০	৩৭০

সংযুক্ত অধিদপ্তর/সংস্থা/অফিসসমূহের শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৫১৬	২২০	১১৩৬	৮৪৮	২৭২০

সংযুক্ত অধিদপ্তর/সংস্থা/অফিসসমূহের নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৫৭	১৯৬	২৫৩	৬৩	২৮৬	৩৪৯

ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল অ্যাসিসট্যান্ট	সচিব
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	৬০ দিন	৪ দিন	১৬ দিন

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল অ্যাসিসট্যান্ট	সচিব
৪৪ দিন	১৯ দিন	৭ দিন	১৮ দিন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশে সফররত বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
তথ্য মন্ত্রণালয়	৭	০.২৫,৫৩	-	১	.০৪,৬১	৬	০.২০,৯২
পরিকল্পনা অধিশাখা	১	০.২১,৮০	-	১	০.২১,৮০	-	-
তথ্য কমিশন	১১	১.৮৩,৫৬	-	৭	১.৭৯,৩৮	৪	০.০৪,১৮
তথ্য অধিদপ্তর	৮	০.১২,৮১	৫	২	০.০০,২৫	৬	০.১২,৫৬
বাংলাদেশ টেলিভিশন	১৫	২৮.৮১,৬৮	১৬	৮	০.৯৯,৩৪	২৩	১২২.৭৩,৫১
বাংলাদেশ বেতার	৩৭	৮.৯৫,৯০	৯	১৭	১.৭৫,৭৪	২০	৭.২০,১৬
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ	৬	০.২১,৫৪	-	-	-	৬	০.২১,৫৪
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	১৯	০.৬২,৩১	৪	১০	০.০৮,৭৩	১২	০.৫২,৯৪
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	৫১	৮.২৭,৫১	-	৩	০.০৪,৮৫	৪৮	৮.২২,৬৬
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৬	১১৩.৪৭,২৪	-	১১	১.১০,৩৯	৭৫	১১২.৩৬,৮৫
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	৬৬	১২.৫৯,০৪	-	১৫	১.৮৬,১৬	৫১	১০.৭২,৮৮
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	৩	০.০৮,৩৯	১	২	০.০৬.৮৫	১	০.০১,৫৪
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	৩	০.০৪,১৭	-	১	০.০১,৫৮	২	০.০২,৫৯
সর্বমোট	৩১৩	১৭৫.৫১,৪৮	৩৫	৭৮	৮.৩২,০০	২৩৫	১৬৭.১৯,৪৮

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

(২০১৭-১৮) অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৩৬	৬	৫	৯	১৯	১৭

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১০	২২	--	৫৭	১১

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৬৮টি	১৯২০ জন

- তথ্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় সর্বমোট ৩৫২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৫৪ জন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৬৩টি	৩৯৩৭ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯)

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা: ১২১১টি
ইন্টারনেট সুবিধা: তথ্য মন্ত্রণালয় এবং ১৫টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে ১টি দপ্তর ব্যতীত অবশিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থায় কম্পিউটারে ইন্টারনেট সুবিধা আছে
LAN সুবিধা: তথ্য মন্ত্রণালয় এবং ১৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে ১২টি দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থায় কম্পিউটারে LAN সুবিধা আছে
WAN সুবিধা: তথ্য মন্ত্রণালয় এবং ৩টি দপ্তর/অধিদপ্তর/ সংস্থায় কম্পিউটারে WAN সুবিধা আছে
কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা: কর্মকর্তা ৬৪২ জন, কর্মচারী ৬৮৬ জন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রণীত আইন ও বিধি

(ক) ২৯শে জুলাই ২০১৮ 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) ১৪ই নভেম্বর ২০১৮ 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন ২০১৮' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ 'তথ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী (ক্যাডার বহির্ভূত) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৮' গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(ঘ) ১৩ই জানুয়ারি ২০১৯ 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯' গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত তথ্য

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে আহ্বায়ক করে 'মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি' এবং সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক করে 'চলচ্চিত্র ও তথ্য চিত্র উপকমিটি' নামে ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উভয় কমিটিতে তথ্য সচিব সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তথ্য

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের জন্য পরিচালক হিসেবে ২৭শে আগস্ট ২০১৮ বিখ্যাত ভারতীয় পরিচালক শ্যাম বেনেগালকে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং বর্তমানে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ চলমান আছে।
- প্রধানমন্ত্রী ৮ই জুলাই ২০১৮ বিআইসিসিতে আয়োজিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬' প্রদান করেন। ২৫ ক্যাটাগরিতে মোট ৩১ জন শিল্পী ও কলাকুশলীর মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ একসাথে প্রদানের লক্ষ্যে দুটি জুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। জুরি বোর্ডের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে সর্বমোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে সর্বমোট ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের কাছ থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. নিজামুল কবীর। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান ও তথ্য সচিব আবদুল মালেক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যৌথ প্রযোজনায় ৬টি চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশে শুটিং-এর নিমিত্ত ১৪৮ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে উক্ত চলচ্চিত্রগুলোতে শুটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৯টি চলচ্চিত্রের শুটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ থেকে ১১২ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে বাংলাদেশে আগমনের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- ১০-১৮ই জানুয়ারি ২০১৯ সরকারি অর্থায়নে ঢাকায় 'রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ'-এর উদ্যোগে '১৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ২-৮ই মার্চ ২০১৯ সরকারি অর্থায়নে চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ-এর উদ্যোগ ১২তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) প্রেস সংক্রান্ত তথ্য

- 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০১৯' মোট ৪ জন ব্যক্তি, ১ জন ব্যক্তিত্ব ও ২টি পত্রিকা *দৈনিক ইত্তেফাক* (জাতীয় পত্রিকা) ও *দৈনিক আজাদী* (আঞ্চলিক পত্রিকা) কে প্রদান করা হয়। প্রতিজন ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানকে ৫০,০০০ টাকার চেক, একটি ক্রেস্ট ও সদনপত্র প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক/সাংবাদিক পরিবারের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা ভাতা/অনুদান হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। গত অর্থবছরেও প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ তহবিল থেকে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছেন। ফলে ট্রাস্টে বর্তমানে ৩৫.৪০ কোটি টাকা সিডমানি হিসেবে জমা আছে।

- সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৯শে জানুয়ারি ২০১৮ ৯ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। ২৮শে অক্টোবর ২০১৮ বোর্ডের সুপারিশ তথ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। উক্ত সুপারিশ পরীক্ষা করার জন্য ২১শে জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত বর্তমান সরকারের ১ম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়। শীঘ্রই ৯ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ডের রোয়েদাদ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।
- ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ ৯ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ৪৫% মহার্ঘ ভাতা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ২২শে নভেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়।
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আইন ২০১৮ প্রণয়নের পর ১১ই মার্চ ২০১৯ পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়।
- ১৯শে জুন ২০১৯ প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- দুবাই ও কুয়ালালামপুরে আরো ২টি নতুন প্রেস উইং চালুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও, কাতার, প্যারিস, ইটালি ও ব্রাসেলসে নতুন প্রেস উইং খোলার কার্যক্রম চলছে।

(ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত তথ্য

টেলিভিশন

- ১৩ই এপ্রিল ২০১৯ থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে ৯ ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে সম্প্রচার চলমান রয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে।
- ১৪ই মে ২০১৯ 'বাংলাদেশ ব্রডকাস্টিং বিজনেস নেটওয়ার্ক (টিভি টুডে)' নামে একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ভারতীয় সরকারি টিভি চ্যানেল দূরদর্শনে প্রচারের নিমিত্ত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও প্রসার ভারতীর মধ্যে ৭ই মে ২০১৯ Working Arrangement স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের সম্প্রচারের তারিখের (Date of On Air) ক্রমানুসারে সম্প্রচার এবং বাংলাদেশি দর্শকদের জন্য বিদেশি কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং করার উদ্দেশ্যে বিটিভিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতেও প্রচারণা চালানো হয়েছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য 'Supply, Installation, Testing and Commissioning of Studio Equipment for Prime Minister's Office on Turn-key basis' শিরোনামে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য দরপত্র আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ৪.৩৯ কোটি টাকার ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।
- বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ও বিটিভিতে জঙ্গিবাদ, মানব পাচার, ভেজালবিরোধী, মাদক পাচার, ধূমপান নিরোধ/সতর্কীকরণ দিক সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

- বাংলাদেশ টেলিভিশনের ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে ১৩ জন কর্মকর্তাকে এবং ২য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ১১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বেতার

- বাংলাদেশ বেতারের ১৪টি কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার দৈনিক ৩০০ ঘণ্টা থেকে ৪৭৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে উন্নীত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতারে ১৪ জনকে সরাসরি নিয়োগ এবং ২য় শ্রেণির পদ থেকে ১ম শ্রেণি পদে ৩৫ জনকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকরি পেনশনের আওতাভুক্তকরণের লক্ষ্যে ২৯৫টি পদে কর্মরত নিজস্ব শিল্পীদের আত্তীকরণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
- বাংলাদেশ বেতার ও প্রসার ভারতীর মধ্যে ৯ই এপ্রিল ২০১৮ MOU (সমঝোতা স্মারক) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৭টি এফএম রেডিও-এর লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২০টি কমিউনিটি রেডিও-এর লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।
- ৯ম গ্রেডে ৫ জনকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ম গ্রেডে ১ জনকে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে।
- বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডারের প্রবেশ পদে ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে (সহকারী তথ্য অফিসার থেকে তথ্য অফিসার পদে) ১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে

- 'তথ্য ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০৪.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে 'তথ্য ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে। ১লা নভেম্বর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনটি উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে তথ্য ভবনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড স্থানান্তর করা হয়েছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কার্যালয়ের স্থানান্তর কাজ চলমান রয়েছে।
- 'ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত দুটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ১লা নভেম্বর ২০১৮ গোপালগঞ্জ এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ২রা নভেম্বর ২০১৮ ময়মনসিংহ এফএম বেতার কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।
- ৪৪.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ১৩.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন' প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিশ্বমানের 'ফিল্ম আর্কাইভ ভবন' ১লা নভেম্বর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন।

এছাড়া ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

- 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫৯.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।
- 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি ৮২.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ২৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন'-এর ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের জন্য একটি আধুনিক ফিল্ম সিটি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি) কবিরপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে স্থাপন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন ২০১৮ সালে শেষ হয়েছে। ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
- এফডিসি'র আধুনিকায়নের জন্য ৩২২.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।
- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৬.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'অডিও ভিজুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজুয়াল সংবাদ তৈরিতে বাসস-এর সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ৭৫.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- চীনের আর্থিক সহায়তায় খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে বিটিভি'র পূর্ণাঙ্গ স্টেশন নির্মাণের জন্য ১,৩৯১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৫টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ টেলিভিশন

- বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিভিন্ন বিনোদন, বার্তা, ম্যাগাজিন, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক অনুষ্ঠান, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতি-পরিবেশ ও পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠান, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং ধর্মীয়, ক্রীড়া, মহিলা বিষয়ক, শিশু-কিশোর বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রচার করা হয়েছে।
- দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, যৌতুকবিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা সংক্রান্ত, এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজট মুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণমূলক ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়েছে।
- বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের সম্প্রচার প্রতিদিন সকাল ৭:০০ মিনিট থেকে রাত ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে। তবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার

সময়সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়েছে।

- দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, নিম্নচাপ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম বার্তা প্রেরণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিটিভিতে বিভিন্ন স্পট/ফিলার এবং ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়েছে।
- সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া উইং চালু করেছে। বর্তমানে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।
- জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস, ভাষার মাস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসের ওপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদন, বিশেষ দিবসের ওপর প্রতিবেদন, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরেজমিনে তথ্য ও ভিডিওচিত্র ধারণ করে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক উন্নয়নমূলক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২৭শে আগস্ট ২০১৯ তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি ঢাকায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এবিইউ রেডিও এশিয়া কনফারেন্স এবং রেডিও সং ফেস্টিভাল-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন

বাংলাদেশ বেতার

- বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে মোট দৈনিক ৪৪৬.৫০ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, এসডিজি, উন্নয়ন, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথ্য অধিকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রপতি অলংকৃত ১৭টি, প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ৭৯টি এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ৫টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স ১৯টি, ভাষণ ১৯টি ও সংবাদ সম্মেলন ৪টি সরাসরি সম্প্রচার করেছে। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি অলংকৃত জাতীয় সংসদ অধিবেশন ৯টি সরাসরি সম্প্রচার করেছে।
- স্পিকারের ৮টি এবং মন্ত্রীবর্গের ৪১৫টি কার্যক্রম সংবাদ প্রবাহে প্রচারিত হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়ে ১৪টি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৩টি খেলা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে বাংলাদেশ বেতার নিয়মিত সতর্কীকরণ ও করণীয় সম্পর্কে সংবাদ/অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।
- বহির্বিশ্বে শ্রোতাদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতার ও এটুআই প্রোগ্রামের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় জানুয়ারি ২০১৯–জুন ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক ৬৬০ মিনিট এয়ারটাইমে এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, ১৬টি ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ১২টি ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচার, ১টি থিমসং, ৬টি জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ১০টি সেলিব্রেটিকল এবং ৫টি রেডিও ডকুমেন্টারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে, ১৭৭০ মিনিট এয়ারটাইমে এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, বাংলাদেশ কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রযোজক কর্মকর্তাদের জন্য ১টি কর্মশালা আয়োজন, ১০টি জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ১০টি ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচারের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে গান, স্পট, জিঙ্গেল, কথিকা, প্রামাণ্য নিয়ে সাপ্তাহিক ২০ মিনিট স্থিতির অনুষ্ঠান প্রচার করছে।
- বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৯টি ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ৭২টি আসরভিত্তিক বৈঠকী, ৪৮টি স্পট ড্রামা, ৪৮টি জিঙ্গেল, ১২টি প্রামাণ্য এবং ৪৮টি অংশীজন/সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কেন্দ্র/ইউনিট থেকে ৬১৫টি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে গান, স্পট, জিঙ্গেল, স্লোগান, কম্পোজিট অনুষ্ঠানে আলোচনা, মতামত, কুইজ ইত্যাদি প্রচার করেছে।
- জাতীয় শোক দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, মুজিবনগর দিবস, ৭ই মার্চের অনুষ্ঠান, এবং মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ইত্যাদি দিবসের আলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতার বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও সিডি বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে সরবরাহ করেছে।
- জাতীয় নির্বাচন ২০১৮ উপলক্ষে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে বিস্তারিত অনুষ্ঠান প্রচারে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকরি পেনশনের আওতাভুক্তকরণের লক্ষ্যে ২৯৫টি পদে কর্মরত নিজস্ব শিল্পীদের আত্তীকরণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

তথ্য অধিদফতর

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫২৭১টি তথ্যবিবরণী, ৫১৩১টি অনুষ্ঠানের ফটোকাভারেজ, ৯২টি প্রেস ব্রিফিং, ২৫৫টি সংবাদ গতিধারা, ৮৮টি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের সারসংক্ষেপ ও ৮০টি সংবাদের সংবাদ গতিধারার সারসংক্ষেপ, ২৫৫টি ইংরেজি নিউজব্রিফ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয় এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ৩৮৫টি ফিচার/নিবন্ধ, ৩টি স্পট ভিজিট ও ১০টি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।
- গত অর্থবছরে সাংবাদিকদের জন্য ৩৮২টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও ১,৭৪৭টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় ২২,৬৫৮টি ক্লিপিংসের প্যাকেট/ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ৫৫টি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা পর্যায়ে ৬৪ জেলা তথ্য অফিস ও পার্বত্য অঞ্চলে উপজেলা পর্যায়ে ৪ উপজেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করে:

- চলচ্চিত্র প্রদর্শন ১২,৭৮৬টি, ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান ৫,৬২৭টি, সড়ক প্রচার ১৩,৪২৩টি, পোস্টার/প্রচার পুস্তিকা বিতরণ ২২,৭০,৯০০টি, উঠান বৈঠক/ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ ১,২৩৫টি, আলোচনাসভা/ মতবিনিময় সভা/সেমিনার/মহিলা সমাবেশ ২,৮৩৮টি, শব্দযন্ত্র স্থাপন ১৩,৪৩০টি, প্রেস ব্রিফিং/ভিডিও কনফারেন্স ৮০০টি, অনলাইন প্রচার ১,৯৬৬টি, শিশুমেলা ১৫০টি, এলইডি ম্যাসেজ বোর্ড স্থাপন ৯টি, এলইডি স্ক্রিন স্থাপন ১টি, ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার ১৫০টি।
- ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১, নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮, এসডিজি-এর লক্ষ্য ও অর্জন বিষয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য স্যানিটেশন, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, শিশু ও নারী অধিকার, টিকা ও জন্ম নিবন্ধন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী, জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে দেশব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান ও বিষয়ভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার, উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনাসভা, প্রেস ব্রিফিং ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

- জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে ৮ লক্ষ কপি (বাংলা) ও ২ হাজার কপি (ইংরেজি) পোস্টার মুদ্রণ করে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগের মাধ্যমে সারাদেশে ও বহির্বিশ্বে প্রচার করা হয়েছে।
- জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা এবং *নবারুণ* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।
- জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্যচিত্র ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

- জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র–চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, অসমাপ্ত মহাকাব্য, সোনালি দিনগুলো, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম সমাপন অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। বিদেশি দূতাবাসগুলোতে সিডি প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০১৯ ভাষণ উপলক্ষে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন করা হয়।
- ১৭ই মার্চ ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া বইমেলা এবং বিভিন্ন জেলাশহর কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, রংপুর ও দিনাজপুর বইমেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে।
- উন্নয়ন মেলা ২০১৮ উপলক্ষে ৩ লক্ষ পোস্টার, ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮ উপলক্ষে ৪ লক্ষ ৫ হাজার পোস্টার, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার ২০১৯ উপলক্ষে ৫৫০০ কপি, ২৬শে মার্চ ২০১৯ জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১ হাজার পোস্টার, ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১ হাজার পোস্টার, ৭ই মার্চ উপলক্ষে ১ হাজার পোস্টার, রাষ্ট্রপতির ছবি ৩ হাজার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ৫ হাজার এবং জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পোস্টার ২০১৯ উপলক্ষে ৯ হাজার পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে।
- মাসিক *নবারুণ* ১ লক্ষ ২০ হাজার, মাসিক *সচিত্র বাংলাদেশ* ১ লক্ষ ২০ হাজার ও *বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি* ১২ হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়া অ্যাডহক প্রকাশনার আওতায় *বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ: রংপুর বিভাগ* শীর্ষক অ্যালবামের ৪ হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ৬ হাজার পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। ৪ হাজার পুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে।
- ১৪টি প্রামাণ্যচিত্র, ৯টি ডকুড্রামা এবং ১১টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৭১টি পত্রপত্রিকার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে ও ৬৫টি পত্রপত্রিকার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং বিজয় দিবসে সর্বমোট ২,০৫৯টি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫টি প্রশিক্ষণ ও ৭৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
- ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিউজ লেটার (২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা) এবং জার্নাল ৩য় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

- ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়।
- ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ রাষ্ট্রপতি ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০১৯' প্রদান করেন।
- ১৬ই নভেম্বর ২০১৮ ভারতের 'ন্যাশনাল প্রেস ডে ২০১৮' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ও প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জুডিশিয়াল কমিটির ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের ৪টি সভায় ২টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।
- ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলায় সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ৯টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪২০ জন ও মতবিনিময় সভায় ৩৬০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৬টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৫৪টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার এবং ১টি বিজ্ঞাপনচিত্র সেন্সর করা হয়েছে। এছাড়া SAPTA চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ১১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে।
- এছাড়াও এ সময়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ২২২টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- ৩৫৫টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২৫৫টি সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮' প্রদান উপলক্ষে গঠিত জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে। এ সময় বোর্ডে পুরস্কারের জন্য জমাকৃত ৭৪টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ ৪৬,২৩,০০০/- (ছেচল্লিশ লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

২রা জুন ২০১৯ তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

- ১২টি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়েছে।
- ২টি জার্নাল ও ৫টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- ১৩টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৯০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ৩৫০টি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র, ৩৪০টি তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র, ৫টি নেগেটিভ, ২৭৩টি বই, ৩৭টি পোস্টার, ১২০টি চিত্রনাট্য, ১২০টি ম্যাগাজিন, ৯৯৯টি পেপার কাটিং এবং ২৩টি অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৬০টি সংরক্ষিত চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর করা হয়েছে।
- সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে মোট ১০১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।
- ৬৫০টি চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়েছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

- ৬টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে– (১) সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (প্রথম খণ্ড) (২) '৭৫-পরবর্তী সময়ে ১৫ই আগস্ট নাজাত দিবস পালন শীর্ষক গ্রন্থ (৩) 'বঙ্গবন্ধু যেদিন সংবাদপত্রে নামফলকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ (৪) রাজনীতিতে দৈনিক ইত্তেফাকের ভূমিকা: ১৯৫৩-১৯৭০ এবং (৫) 'বৃহত্তর কুমিল্লায় (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর) বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ। ২টি ঘটনাপঞ্জি প্রকাশের কাজ চলছে। নিউজ ক্লিপিং ১০,০৫০টি।
- শিশু ও নারী বিষয়ক ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে ৪৬টি। ৪টি নিরীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে এবং ২২৩তম সংখ্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ৫টি গ্রন্থ পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে। ২টি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮২টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এতে ২৯৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ২০টি এবং বিভাগীয় শহর থেকে ৭০টি প্রতিবেদনসহ মোট ৯০টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং এসব প্রতিবেদন নিয়ে একটি বই প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাসস থেকে ১,১০,৯৪৪টি প্রতিবেদন জেলা সংবাদদাতাদের মাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) গণমাধ্যমের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় বিভিন্ন তথ্য প্রদান ইউনিটে ১০,১৮৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
- সর্বমোট ৬,২৪৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সর্বমোট ৪২,১৭৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১২০টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬১৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৭২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- ৮টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩৩৯ জন অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারকে সর্বমোট ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ৮ই অক্টোবর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ফান্ডে সিড মানি হিসেবে ২০ (বিশ) কোটি টাকা প্রদান করেছেন। এ নিয়ে বর্তমানে সর্বমোট ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সিড মানি রয়েছে।

চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

- ৩রা এপ্রিল ২০১৮ জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- কর্পোরেশনের দায়েরকৃত মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'মহিলা হোস্টেল' ছবির প্রযোজক আদালতে বিএফডিসি'র পাওনা বাবদ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে ৩৬ জন এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্সে ৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট মোট ৮৫টি ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ করেছে।
- ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ, ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রাপ্ত ১টি জার্নাল ও ১টি চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ এবং ১টি গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছে।
- ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ কলকাতার সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত পাঠদান কার্যক্রম 'বাংলাদেশ ও উন্নয়ন উদ্যোগ' শীর্ষক মডিউলে প্রধানমন্ত্রীর 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, টেকসই, উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইনোভেশন কার্যক্রম, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রধান প্রধান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। এর পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহারও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১৭টি	২৫০.৩৯	২০৭.৭৯ (৮২.৯৯%)	১০টি

প্রকল্পের অবস্থা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা	নতুন প্রকল্পের সংখ্যা ও তালিকা	সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ও তালিকা	আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ও তালিকা
তথ্য মন্ত্রণালয়	১২টি	৬টি	সংখ্যা-৩টি তালিকা: ১। বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)। ২। বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে মিডিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৩। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি স্থাপন।	সংখ্যা-৩টি তালিকা: ১। বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)। ২। তথ্য ভবন নির্মাণ (সংশোধিত)। ৩। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

তথ্য অধিদফতর

তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য অধিদফতর

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

স্বাধীনতা পূর্বকালীন আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ঢাকা স্বাধীনতা উত্তরকালে তথ্য অধিদফতর (Press Information Department–PID) হিসেবে কাজ শুরু করে । পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ (Research and Reference) দপ্তরকে তথ্য অধিদফতরের সাথে একীভূত করা হয়। জাতীয় প্রেক্ষাপট ও সময়ের প্রয়োজনে তথ্য অধিদফতরের বর্তমান অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। তথ্য অধিদফতর বাংলাদেশ সচিবালয়ের ক্লিনিক ভবনের (৯ নম্বর ভবন) ৩য় ও ৪র্থ তলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও অধিদফতরের লাইব্রেরি ও ক্লিপিংস শাখা সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের নিচতলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্য অধিদফতরের তিনটি আঞ্চলিক অফিস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে রয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্য সেতুবন্ধ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সরকারের ভাবমূর্তি, নীতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার করা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত সংবাদ গতিধারা নীতি নির্ধারকদের অবহিতকরণ এবং অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কাজে সহযোগিতা প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখা।
- একটি আধুনিক, কার্যকর এবং জনমুখী গণমাধ্যম শিল্প বিকাশে সহায়তা করা।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার।

জনবল

সর্বমোট জনবল	:	৩৭০ জন
৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড	:	৮৭ জন
১০ম গ্রেড	:	২৮ জন
১১-১৭ গ্রেড	:	১৩১ জন
১৮-২০ গ্রেড	:	১২৪ জন
মঞ্জুরিকৃত পদ	:	৩৭০
কর্মরত জনবল	:	২৭৮
শূন্যপদ সংখ্যা	:	৯২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাস্তবায়িত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APA)

তথ্য অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

						প্রক্ষেপণ		
আউটকাম (Outcome)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্ধারিত প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম
	ফিচার, নিবন্ধ ও কবিতা	সংখ্যা	৩২০	২৯৮	৩০০	৩০০	৩০০	তথ্য অধিদফতর
	ক্রোড়পত্র	সংখ্যা	৭	১২	৭	৭	৭	,,
	সংবাদ সম্মেলন ও প্রেসব্রিফিং	শতকরা হার	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	,,
	ডিজিটাল ফটো কভারেজ	সংখ্যা	৪২৭৫	৪৩৭৮	৪৫০০	৪৫০০	৪৫০০	,,
	প্রেসনোট-হ্যান্ডআউট	সংখ্যা	৪০০০	৪৩৬৪	৪৪০০	৪৪০০	৪৪০০	,,
	প্রেসট্রেন্ড	সংখ্যা	২৫০	২৬৪	২৫০	২৫০	২৫০	,,
	বিষয়ভিত্তিক প্রেস ক্লিপিংস বাঞ্চ	সংখ্যা	২১২৩০	২১৪০১	২১২৩০	২১২৩০	২১২৩০	,,
	অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু	সংখ্যা	৪৫০	৩৮৪	৩৬০	৩৬০	৩৬০	,,
	অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন	সংখ্যা	১২০০	১৩৭৮	১২০০	১২০০	১২০০	,,

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণ

তথ্য অধিদফতরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী (উপযোজনসহ) প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ

কোড নম্বর ও ব্যয়ের দফা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১০১- অফিসারদের বেতন	৪,২০,০০,০০০/-	৪,০৩,৬২,০০০/-
৩১১১২০১- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৩,৪০,০০,০০০/-	২,৬৭,০৯,০০০/-
৩১১১৩০১ - ৩১১১৩২৮-ভাতাদি	৫,৪৮,৩২,০০০/-	৪,৫০,৫৩,০০০/-
৩২১১- ৩২৫৮- সরবরাহ ও সেবা	৪,১৫,৩৪,০০০/-	৩,৫৩,৮০,০০০/-
৪১১২-৪১১৩- সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	১,১০,০০,০০০/-	১,০৩,৮৭,০০০/-
সর্বমোট	১৮,৩৩,৬৬,০০০/-	১৫,৭৮,৯১,০০০/-

তিন আঞ্চলিক তথ্য অফিসসমূহ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী (উপযোজনসহ) প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ

কোড নম্বর ও ব্যয়ের দফা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১০১- অফিসারদের বেতন	৫২,০০,০০০/-	৫১,১৫,০০০/-
৩১১১২০১- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৯৬,০০,০০০/-	৯৯,৯৫,০০০/-
৩১১১৩০১ - ৩১১১৩২৮-ভাতাদি	১,১৮,১৫,০০০/-	১,১৭,৮৮,০০০/-
৩২১১- ৩২৫৮- সরবরাহ ও সেবা	৬৪,৩৪,০০০/-	৫৬,৪৬,০০০/-
৪১১২-৪১১৩- সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	১৬,৮০,০০০/-	১৫,৬৮,০০০/-
সর্বমোট	৩,৪৭,২৯,০০০/-	৩,৪১,১২,০০০/-

ঢাকা ও আঞ্চলিক তথ্য অফিসসমূহের

মোট বাজেট - (১৮,৩৩,৬৬,০০০+৩,৪৭,২৯,০০০)= ২১,৮০,৯৫,০০০/-
মোট ব্যয় - ১৯,২০,০৩,০০০/-

অডিট সংক্রান্ত

তথ্য অধিদফতর চলমান কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-২০১৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়িত বিল/ভাউচারসমূহ স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদফতর এবং সিভিল অডিট অধিদফতরের মাধ্যমে হিসাব নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ সময় মোট ৮টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। ৮টি আপত্তি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

১৮ই জুন ২০১৯ তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস) মো. শাহেনুর মিয়া কক্সবাজারে বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্রে তথ্য অধিদফতরের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সের সেশন পরিচালনা করেন

ইনোভেশন

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের ইনোভেশন কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য একজন ইনোভেশন অফিসার এবং ৪ জন কর্মকর্তাকে সদস্য করে মোট ৫ সদস্যবিশিষ্ট ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১২টি ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির ক্যাপশনসহ সকল আলোকচিত্র ক্যাটালগ অনুযায়ী সংরক্ষণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, যা বর্তমানে চলমান।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারী সাংবাদিকদের কার্ড প্রাপ্তির আবেদন ফরম অনলাইনে প্রেরণের সুবিধা চালু করা হয়েছে।
- প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডধারী সাংবাদিকদের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ফলে যে-কোনো সাংবাদিকের কর্মস্থল/তথ্যাদি সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংবাদ ও আলোকচিত্র সম্পাদনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প পদ্মা সেতুর প্রকল্পের সাইট পরির্দশন করা হয়েছে।
- নিয়মিতভাবে প্রেসরিলিজ, তথ্যবিবরণী, ছবি, ফিচার ওয়েব পোর্টালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অনলাইনে প্রেরণ করা হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (NIS) বিষয়ক কার্যক্রম

প্রধান তথ্য অফিসারের নেতৃত্বে ৭ সদস্যবিশিষ্ট ১টি নৈতিকতা কমিটি রয়েছে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় ৪টি নৈতিকতা কমিটি সভা, ৪টি অংশীজনের সভা, ৮টি সচেতনতা সভা, উত্তম চর্চার ৪টি তালিকা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ৪টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আঞ্চলিক তথ্য অফিস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী অফিস পরিদর্শন করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রধান তথ্য অফিসারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অধিদফতরের ৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১৮ই ডিসেম্বর ২০১৮ তথ্য অধিদফতর কর্তৃক আয়োজিত কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (বর্তমানে সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) কামরুন নাহার

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (GRS)

অধিদফতরে GRS-এর আওতায় অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে । অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ আছে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরের GRS-এর আওতায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা, তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে তিন মাসের মধ্যে তিনি আপিল কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এক মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে অভিযোগকারী সচিবালয়ের ৫নং গেটে অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি দেশের অর্থনীতি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এরমধ্যে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ দেশ ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মতো তথ্য অধিদফতরও এ বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১০টি বিশেষ উদ্যোগের বিষয়ে

নিয়মিত ফিচার ও হ্যান্ডআউট প্রকাশ, মিট দ্য প্রেস এবং স্পট ভিজিট। এরমধ্যে শুধু মিট দ্য প্রেস ও স্পট ভিজিটের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রয়েছে (প্রতিটির জন্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা), বাকিগুলো নিয়মিত রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

শিরোনাম	প্রকাশিত ফিচারের সংখ্যা	হ্যান্ডআউটের সংখ্যা	স্পট ভিজিট	মিট দ্য প্রেস
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১	৯		রাজস্ব খাত থেকে রাজশাহী জেলার সাংবাদিকদের সাথে এবং বিশেষ বরাদ্দের আওতায় খুলনা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সাংবাদিকদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে।
আশ্রয়ণ প্রকল্প	০	২০		
ডিজিটাল বাংলাদেশ	২	১৩১	১	
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	১	১২৩	-	
নারীর ক্ষমতায়ন	৫	৪৪		
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	২	৭৪	১	
কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য	৬	৯৬		
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৪	১০৩	-	
বিনিয়োগ বিকাশ	৫	১০০	-	
পরিবেশ সুরক্ষা	৬	৬২	-	

উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)

শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৮টি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে । এরই অংশ হিসেবে তথ্য অধিদফতরে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব নিম্নরূপ:

কার্যক্রম/কর্মসূচি	পরিমাণ	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়
ফিচার লিখন ও বিতরণ	১২০	১২০	৯,০০,০০০/-	৯,০০,০০০/-
আর্টিকেল লিখন ও বিতরণ	১২০	১২০	৯,০০,০০০/-	৯,০০,০০০/-
কার্টুন তৈরি ও প্রকাশনা	৮০	৮০	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
সর্বমোট			২০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-

শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো শিশু ও নারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করা। যেমন– নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, গর্ভবতী মায়ের যত্ন, মা ও শিশুর পুষ্টি, নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, নারী ও শিশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি এবং প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

পাশাপাশি এই সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, শিশু ও নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে সকল ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণে সহায়তা করা এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ফিচার, আর্টিকেল ও কার্টুন পত্রিকায় প্রকাশের পর সেগুলোকে সংকলিত করে 'মা ও শিশু' (বই আকারে) প্রকাশ করা হয়।

মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

তথ্য অধিদফতরের ফটোল্যাব শাখা থেকে ২০১১ সালে ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা চুরি হওয়ায় একটি মামলা রুজু করা হয় । মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আলোকে তথ্য অধিদফতরের স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
কার্যসম্পাদন চুক্তি (APA)	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বহিঃবাংলাদেশ ছুটি, পাসপোর্টের NOC	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়
সিটিজেন চার্টার	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
প্রেসরিলিজ, ফটোরিলিজ, তথ্যবিবরণী	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়
টেন্ডার ডকুমেন্ট, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি	ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষ ও দ্রুত প্রসারের ফলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তি সরকার ও জনগণের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তথ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ ভিশন ২০২১-এর আলোকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে এবং ২০২১-এ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে এ অধিদফতরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে।

SDGs-এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্বের (১৬.১০) সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য অধিদফতরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে তথ্য অধিদফতরের জনবল কাঠামো আধুনিকায়নের কাজ চলছে, নতুন বিভাগগুলোতে আঞ্চলিক তথ্য অফিস স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, ফটো আর্কাইভিং, ভিজুয়াল ক্লিপিংস, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু কার্যক্রম অটোমেশন এবং দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রকল্প প্রণয়নের কাজও এগিয়ে চলেছে। এসব প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন শত বছরের পুরনো পিআইডিকে যুগোপযোগী করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

তথ্য মন্ত্রণালয়

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তর (Department of Mass Communication–DMC) সরকারের একটি প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান। সরকারের সাথে জনগণের সরাসরি যোগসূত্র গড়ে তুলতে ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪টি উপজেলা তথ্য অফিসসহ মোট ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে সংবাদপত্র এবং বেতার-টেলিভিশনের সম্প্রচার আওতার বাইরে তৃণমূল পর্যায়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে এ অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে সরকারের নীতি, আদর্শ, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করাই এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার পাবলিক রিলেশন্স ডাইরেক্টরেট-এর সাথে বাংলাদেশ পরিষদ, বিএনআর এবং মহিলা শাখাকে একীভূত করে ১৯৭২ সালের ২রা অক্টোবর গণযোগযোগ অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ১০৫৯ (গণযোগাযোগ অধিদপ্তর - ১৪৪, ৬৪ জেলা তথ্য অফিস ও ৪ উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অফিস- ৯১৫)
পূরণকৃত পদ: ৬৯২
শূন্যপদ: ৩৬৭।

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১৬	২৭	২৬৫	৫৯	৩৬৭

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর আয়োজিত 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন' কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

শূন্যপদ পূরণে আদালতের রায়ে এ অধিদপ্তরের বিদ্যমান নিয়োগবিধি-১৯৮৫ অকার্যকর হওয়ায় নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগবিধিটি বর্তমানে অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য: (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্নকৃত অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		নিষ্পত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৯	৬২.৩১	১১	১০	৯.৩৭	৯	৫২.৯৪

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি	মোট	
৫টি	-	-	-	-	৫টি

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৪টি	-	-	৪টি	১টি

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ : (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংক্রান্ত- ৬৮টি	১৬৯ জন
জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) অনুযায়ী (৬০) ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি- ১৮টি	৫৪০ জন

'শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২রা মার্চ ২০১৯ জয়পুরহাট জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক

- মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে ১২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী ২৫৮ জন।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ২৩ জন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২টি	১৫০ জন

- তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) : ৩৫টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৫৫টি	আছে	আছে	নাই	২৭	২৮

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

লক্ষ্যমাত্রা		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস (-)/ বৃদ্ধির (+) হার	
		প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	–	–	–	–	–	–
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	-	.২১৯৭	.৮০৫	.৫৯৮	-	-

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ : ভিশন ২০২১–এর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা লাভ করেছে। সেইসাথে ভিশন ২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সারাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ অধিদপ্তর ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং উন্নত রাষ্ট্র ও জাতি গঠন বিষয়ে সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রেস ব্রিফিং, সড়ক প্রচার, আলোচনাসভা, সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের ব্র্যান্ডিং বিষয়ক সড়ক প্রচার, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও উন্মুক্ত বৈঠক ৬৮ তথ্য অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নাশকতাবিরোধী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রতিটি তথ্য অফিস বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পাশাপাশি মানব পাচার প্রতিরোধ, তথ্য অধিকার ও ই-সেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকার সূচিত উন্নয়ন ধারায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা দিবস, গণহত্যা দিবস ও ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে স্কুল-কলেজসমূহে দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর ২০১৮ নওগাঁ জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে সদর উপজেলার নওগাঁ সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা পর্যায়ে ৬৪ জেলা তথ্য অফিস ও পার্বত্য অঞ্চলে উপজেলা পর্যায়ে ৪ উপজেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিম্নরূপঃ

কর্মসূচি	বাস্তবায়িত প্রচার কার্যক্রম
চলচ্চিত্র প্রদর্শন	১২,৭৮৬টি
ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠান	৫,৬২৭টি
সড়ক প্রচার	১৩,৪২৩টি
পোস্টার/ প্রচার পুস্তিকা বিতরণ	২২,৭০,৯০০টি
উঠান বৈঠক/ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ	১,২৩৫টি
আলোচনাসভা/ মতবিনিময় সভা/ সেমিনার/নারী সমাবেশ	২,৮৩৮টি
শব্দযন্ত্র স্থাপন (পিএ কভারেজ প্রদান)	১৩,৪৩০টি
প্রেসব্রিফিং/ ভিডিও কনফারেন্স	৮০০টি
অনলাইন প্রচার	১,৯৬৬টি
শিশুমেলা	১৫০টি
এলইডি ম্যাসেজ বোর্ড স্থাপন	০৯টি
এলইডি স্ক্রিন স্থাপন	০১টি
ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার	১৫০টি
ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার	০৭টি

ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮, এসডিজি–এর লক্ষ্য ও অর্জন বিষয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, শিশু ও নারী অধিকার, টিকা ও জন্ম নিবন্ধন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী, জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধ, শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে দেশব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান ও বিষয়ভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার, উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনাসভা, প্রেস ব্রিফিং ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার		প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১টি	৪৭.০৬	৪৫.৮৯	৯৭.৫%	১২টি

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য মন্ত্রণালয়

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (Department of Films and Publications–DFP) সরকারি প্রচার কাজে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত একটি প্রডাকশন হাউস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট প্রকাশনা বিভাগ ও চলচ্চিত্র বিভাগ নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগকে ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন একীভূত করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা নিবন্ধন পরিদপ্তর এবং নিরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন সেল সংযুক্ত করে এর নামকরণ 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর' করা হয়। এ অধিদপ্তরে চলচ্চিত্র, প্রকাশনা, চারুকলা ও নকশা, প্রশাসন, নিবন্ধন এবং বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা শাখার মাধ্যমে নানারকম সেবা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং নিয়মিত ও অ্যাডহক প্রকাশনার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। এছাড়া ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে পুস্তক ও পত্রপত্রিকার নিবন্ধন, প্রকাশনা মনিটরিং, বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণ, ওয়েজ বোর্ড মনিটরিংসহ সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ও নিউজপ্রিন্ট কোটা নির্ধারণ এ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৩৪৮
পূরণকৃত পদ: ২৩৫
শূন্যপদ: ১১৩ (বছরভিত্তিক সংরক্ষণকৃত ৩টি পদসহ)

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১৭	১২	৭৮	০৬	১১৩

বর্তমান মূল ভবন

নবনির্মিত তথ্য ভবন

গুরুত্বপূর্ণ ১৩টি শূন্যপদের বিবরণ

উপপরিচালক (চারুকলা ও নকশা), ল্যাবরেটরি সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী পরিচালক ৩টি, সহকারী চিত্র প্রযোজক-৩টি, স্ক্রিপ্ট রাইটার, চিত্রনাট্য লেখক এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাসহ মোট ১৩টি পদ।

অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি না থাকায় শূন্যপদে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। জনপ্রশাসন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে ১০ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

৪২টি শূন্যপদের মধ্যে অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-এর ৩১টি পদ পূরণের জন্য লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অতি শীঘ্রই নিয়োগ প্রদান করা হবে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তি		জের
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
৫১টি	৯.৬৬	১টি	৩টি	০.০৫	৪৭টি

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/ স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
নাই	রিট মামলা-৩টি	নাই	২৯টি	শূন্য

এ অধিদপ্তরের প্রায় সকল মামলা পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল বা মিডিয়া বাতিল সংক্রান্ত। এসব মামলায় একবার স্থগিতাদেশ লাভ করার পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালত থেকে বার বার স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করার আদেশ লাভ করে থাকে। তাই মামলা নিষ্পত্তির জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ খুবই কম থাকে। এ সকল মামলায় এ অধিদপ্তর ও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে দফাওয়ারি জবাব দাখিল করা হয়।

তথ্য ভবন উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনির্মিত তথ্য ভবনের উদ্বোধন করেন

উদ্বোধন ফলক

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিজস্ব কম্পাউন্ডে ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ লক্ষ ১০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৬ তলা তথ্য ভবন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১লা নভেম্বর ২০১৮ উদ্বোধন হয়। নবনির্মিত তথ্য ভবনে সম্প্রতি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড-এর অফিস স্থানান্তরিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অফিস স্থানান্তরের কাজ চলমান রয়েছে।

তথ্য ভবন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের ৬০ ঘণ্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ এবং দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩টি	৬০ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
২১টি	আছে	আছে	নাই	৩৫	৭০

আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

রাজস্ব	২০১৮-১৯		২০১৭-১৮	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	৮৪.৭১	৩৮.৩৩	৭৫.২০	২৬.৬৯

৭ই মার্চ ২০১৯ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত তথ্যমন্ত্রী, তথ্যসচিব ও ডিএফপির মহাপরিচালক

২৬শে মার্চ ২০১৯ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী স্থলে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

সম্পাদিত প্রকাশনাসমূহ

নিয়মিত প্রকাশনা

বিষয়	সংখ্যা
মাসিক নবারুণ	১২টি সংখ্যা : ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) কপি
মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ	১২টি সংখ্যা : ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) কপি
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি	৩ সংখ্যা : ১২,০০০ (বারো হাজার) কপি

ডিএফপি'র প্রকাশনা

ডিএফপি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের ডিভিডি

অ্যাডহক প্রকাশনা

শিরোনাম	মুদ্রণ সংখ্যা
জাতির পিতার অফিসিয়াল পোর্ট্রেট মুদ্রণ	৫ হাজার
রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল পোর্ট্রেট মুদ্রণ	৩ হাজার
জাতীয় শোক দিবস ২০১৮-এর পোস্টার মুদ্রণ (বাংলা)	৮ লক্ষ
জাতীয় শোক দিবস ২০১৮-এর পোস্টার মুদ্রণ (ইংরেজি)	৫ হাজার
উন্নয়ন মেলা ২০১৮ পোস্টার মুদ্রণ (বাংলা)	৩ লক্ষ
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : রংপুর বিভাগ শীর্ষক সচিত্র পুস্তক মুদ্রণ	৪ হাজার
১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮ উপলক্ষে পোস্টার মুদ্রণ (ইংরেজি)	৫ হাজার
১৬ই ডিসেম্বর ২০১৮ উপলক্ষে পোস্টার মুদ্রণ (বাংলা)	৪ লক্ষ
তথ্য মন্ত্রণালয়ের শিরোনামযুক্ত (বাংলা ও ইংরেজি) 'আর্ট কার্ডে ৪ রঙা লেমিনেটেড ফাইল ফোল্ডার মুদ্রণ	২ হাজার
প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ৩৫০০ কপি দেয়াল ক্যালেন্ডার ২০১৯ মুদ্রণ	৩ হাজার ৫০০
প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ২০০০ কপি ডেস্ক ক্যালেন্ডার ২০১৯ মুদ্রণ	২ হাজার
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার পোস্টার মুদ্রণ	১০ হাজার
২৬শে মার্চ ২০১৯ জাতীয় দিবস উপলক্ষে পোস্টার মুদ্রণ (ইংরেজি)	১ হাজার
১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে পোস্টার মুদ্রণ (বাংলা)	৪ হাজার
৭ই মার্চ উপলক্ষে পোস্টার মুদ্রণ (ইংরেজি)	১ হাজার
তথ্য মন্ত্রণালয়ের শিরোনামযুক্ত আর্ট কার্ডে ৪ রঙা লেমিনেটেড ফাইল কাভার মুদ্রণ	২ হাজার
তথ্যমন্ত্রী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও তথ্যসচিবের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য লেটারহেড প্যাড মুদ্রণ	৬ হাজার
প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং বিষয়ে পাটের ব্যাগ তৈরি	১ হাজার
বর্তমান সরকারের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পুস্তক মুদ্রণ	২ হাজার

নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র

ক্র.	শিরোনাম
১.	সমুদ্রসীমা অর্জন ও অর্থনীতির উন্নয়ন বিষয়ে ব্লু ইকোনমি বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র
২	আবাসন ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র
৩.	ছাদ কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র
৪.	ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রামাণ্যচিত্র
৫.	রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র
৬.	ভোলা, নিঝুমদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ ও ভাসানচর নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র
৭.	পার্বত্য অঞ্চলের পর্যটন শিল্প বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র
৮.	শহিদ বুদ্ধিজীবীদের ওপর প্রামাণ্যচিত্র
৯.	গাজীপুরে ১৯শে মার্চ ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ঘটনার ওপর প্রামাণ্যচিত্র
নির্মিত টিভি ফিলার	
১০.	পর্যটন আকর্ষণ (সুন্দরবন) বিষয়ক টিভি ফিলার
১১.	পর্যটন আর্কষণ বিষয়ক (রাতারগুল, বিছানাকান্দি, জাফলং, তামাবিল) বিষয়ক ৪টি টিভি ফিলার
১২.	পর্যটন আর্কষণ বিষয়ক সেন্টমার্টিন, কক্সবাজার বিষয়ক ২টি টিভি ফিলার
১৩.	পর্যটন আকর্ষণ বিষয়ক বৌদ্ধবিহার টিভি ফিলার
১৪.	বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা
১৫.	শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ
১৬.	প্রতিবন্ধীদের প্রতি কর্তব্য
১৭.	নাগরিক দায়িত্ববোধ
১৮.	উন্নয়ন মেলা ২০১৮
১৯.	সংবাদচিত্র ২৪টি
২০.	বিশেষ সংবাদচিত্র ১২টি
নির্মিত ডকুড্রামা	
২১.	অন্ধত্বের কারণ প্রতিরোধ ও মরণোত্তর চক্ষুদান বিষয়ক ডকুড্রামা
২২.	শিশুদের মানসিক বিকাশের চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর ডকুড্রামা
২৩.	বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা
২৪.	হীরালাল সেনের জীবন ও কর্ম
২৫.	ধর্মীয় সম্প্রীতি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সাথে কর্মকর্তাবৃন্দ

- মা ও শিশু উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের (৫ম পর্যায়) আওতায় ৪টি ডকুড্রামা
- ফিল্ম আর্কাইভ-এর নিজস্ব অর্থায়নে ২টি প্রামাণ্যচিত্র
- রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১টি প্রামাণ্যচিত্র
- পুষ্টি বিষয়ক ১টি প্রামাণ্যচিত্র
- পর্যটন আকর্ষণ বিষয়ক ১টি প্রামাণ্যচিত্রসহ উল্লিখিত প্রামাণ্যচিত্র, টিভি ফিলার, সংবাদচিত্র ও ডকুড্রামা নির্মাণকাজ সম্পাদিত হয়েছে।

নিবন্ধন শাখার সম্পাদিত কার্যক্রম

পত্রপত্রিকার নামের ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা	পত্রপত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের প্রত্যয়নপত্রের প্রদানের সংখ্যা	প্রাপ্য পূরণকৃত তথ্য ছকের সংখ্যা	বই প্রাপ্তির সংখ্যা	বই সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ
৭১টি	৬৫টি	৬৬টি	৪১৯টি	-

এবিসি শাখার কার্যক্রম

কাজের বিবরণ	সংখ্যা
নিরীক্ষায় হাজিরের জন্য নোটিশ/ তাগিদপত্র প্রদান	৬০৫টি
নিরীক্ষায় হাজির হয়েছে	৫১৯টি
নিরীক্ষায় হাজির হয়নি	১৩৬টি
মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা হয়েছে	২৬টি

কাজের বিবরণ	সংখ্যা
মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করা হয়েছে	০২টি
নিরীক্ষা প্রত্যয়নপত্র জারি করা হয়েছে	৬৩৪টি
বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ	২৯০টি
৮ম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করায় নিউজপ্রিন্ট প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র জারি	৯৯টি
৮ম ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং টিমের সভার সংখ্যা	১৮টি
৮ম ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বর্ধিত বিজ্ঞাপন হার প্রদানকৃত পত্রিকার সংখ্যা	৩৯টি
৮ম ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং টিম কর্তৃক পত্রিকার অফিস পরিদর্শন সংখ্যা	৪৭টি
এবিসি শাখা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনকৃত পত্রিকার সংখ্যা	৩১৯টি
বিশেষ দিবসসমূহে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ	২০৫৯টি

৪৩তম কলকাতা পুস্তকমেলায় ডিএফপি'র স্টলে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিবের সাথে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বইমেলায় অংশগ্রহণ

৪৩তম কলকাতা বইমেলা : ৩১শে জানুয়ারি - ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯
অমর একুশে গ্রন্থমেলা : ১-২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯
টুঙ্গিপাড়া বইমেলা : ১৭-১৮ই মার্চ ২০১৯
শিশু একাডেমি বইমেলা : মার্চ ২০১৯
এছাড়াও কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বইমেলায় এই অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে আয়োজিত টুঙ্গিপাড়া বইমেলায় ডিএফপি'র স্টলে প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তথ্যমন্ত্রী, তথ্য সচিব ও ডিএফপি'র মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন

একুশে বইমেলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টল

ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণে যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রকল্প

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ল্যাব ভবনের চতুর্থ তলায় ২০১৬-২০১৯ সময়ে সমাপ্ত ১৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণে যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৬টি ইউএইচডি ক্যামেরা ও ২টি সিনেমাটোগ্রাফি ক্যামেরা ক্রয়, পোস্ট-প্রডাকশন ইউনিট ও ফিল্ম লাইব্রেরি স্থাপন এবং ১টি শুটিং ভ্যান ক্রয় করা হয়।

ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণে যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি, তথ্য সচিব আবদুল মালেক ও ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

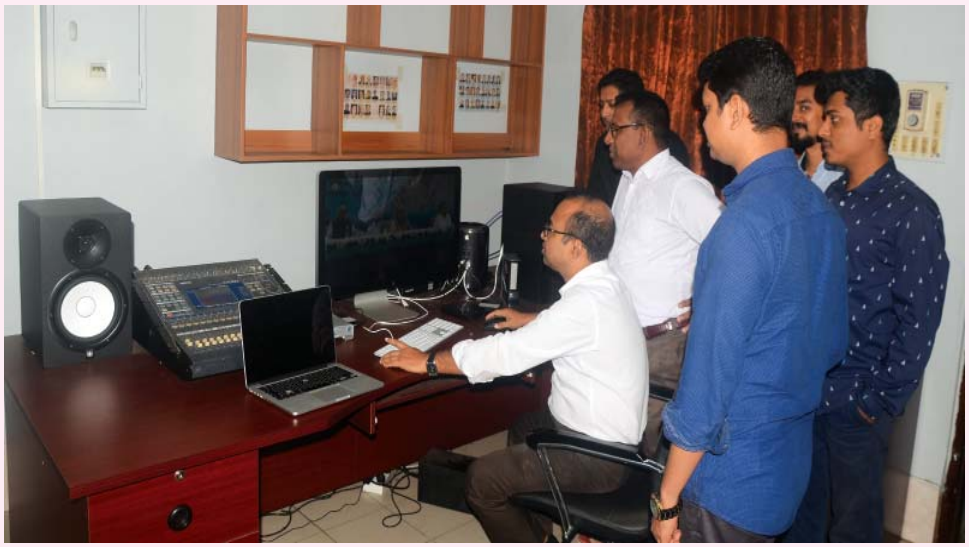

ডিজিটাল এডিটিং সেকশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ টেলিভিশন

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ টেলিভিশন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিভিশন (Bangladesh Television–BTV) সংবাদ ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করার পাশাপাশি ও দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, যৌতুকবিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা, অ্যাসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজটমুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করে থাকে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ১৭৩৭
স্থায়ী পদ: ১৬০২
পূরণকৃত পদ: ১২৮০
শূন্যপদ: ৪৫৭
বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ: ১৩৫

বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, রামপুরা, ঢাকা

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১৪৫	৩৫	২০৯	৬৮	৪৫৭

বর্তমানে শূন্যপদসমূহ সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। নতুন সৃষ্ট কতিপয় পদের নিয়োগবিধি না থাকায়, পদ হালনাগাদ সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ না হওয়ায় ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় সরাসরি কোটায় নিয়োগযোগ্য পদ শূন্য রয়েছে। সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতিযোগ্য পদে যথাসময়ে নিয়োগ/ পদোন্নতি হলে শূন্যপদের সংখ্যা অনেকাংশেই কমে আসবে।

৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি বিটিভি ওয়ার্ল্ডের ডিজিটাল স্টুডিও উদ্বোধন করেন

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
২৩	৪৭	৭০	০৭	১০৬	১১৩

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১৫	২৮.৮২	০৭	০৮	৪.৫২	২৩	১১৯.২১

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
১২	০৩	০১	০৩	০৭	০৫

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	৬	-	১৪	৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৬৪	১১০

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে যেসব ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে তার বর্ণনা:

ক) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ-৭৮৬ জন

খ) বাংলা ইউনিকোড/নিকস ফন্ট ব্যবহার চালুকরণের লক্ষ্যে বেসিক কম্পিউটার ও বাংলা ইউনিকোডের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ-৪৯ জন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ৭০ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
২৭	১৪৯

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৩৭২	আছে	আছে	আছে	-	৩৮

- বাংলাদেশ টেলিভিশন বিশ্বে বাংলা ভাষায় প্রথম টিভি চ্যানেল। ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৪ সালে তৎকালীন ডিআইটি ভবন থেকে এর যাত্রা শুরু। জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে ১৯৭৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বিটিভি ডিআইটির ক্ষুদ্র পরিসর থেকে পা রাখে রামপুরার বৃহৎ আঙিনায় । প্রচার জগতে সূচনা হয় এক নতুন অধ্যায়ের।

- রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম হিসেবে বিটিভি সব শ্রেণির দর্শককে বিবেচনায় রেখে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিটিভি অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য। এছাড়াও বিটিভি নির্মল, সুস্থধারার বিনোদনমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সরকারের সাথে জনগণের সেতুবন্ধ এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজও বিটিভির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৩ই এপ্রিল ২০১৯ তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের দৈনিক ৯ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

- প্রতি প্রান্তিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ইনোভেটিভ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সকল অনুষ্ঠান দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। যেমন- গান চিরদিন, প্রিয় শিল্পী প্রিয় গান, বর্ণালী, গানের ঝরনাতলায়, কবিতার গান, স্মৃতিময় গানগুলো, গীতি শতদল, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'পরিবর্তন', সরাসরি প্রচারিত অনুষ্ঠান 'সু-প্রভাত বাংলাদেশ' এবং হারুন রশীদের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ওপর নির্মিত বিশেষ অনুষ্ঠান 'আনে মুক্তি আলো আনে' এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচারপতি হামিদুর রহমানের অপ্রকাশিত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ প্রামাণ্য কাহিনিচিত্র 'যা ছিল অন্ধকারে' ইত্যাদি।

- দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, যৌতুকবিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা সংক্রান্ত, অ্যাসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজট মুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণমূলক ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়ে থাকে।

- দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, নিম্নচাপ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম বার্তা প্রেরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় কার্যক্রমের বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন স্পট/ফিলার এবং ডকুমেন্টারি বিটিভিতে প্রচার করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক সম্প্রচারিত 'আমাদের কথা' অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

- রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে, ফলে জনগণের সাথে সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের স্বচ্ছতা স্পষ্টতর হচ্ছে।

- বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের সম্প্রচার প্রতিদিন সকাল ৭:০০ মিনিট থেকে রাত ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিবসগুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার সময়সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, অলিম্পিক গেমস, বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।

- যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে এবং প্রযুক্তির পরম উৎকর্ষে মানুষের জীবনাচরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। দিন দিন মানুষ টেলিভিশন মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। দর্শকের এই প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া উইং চালু করেছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৭৩৫ ঘণ্টা ৫১ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।

বার্তা শাখা

- সংবাদ প্রতিবেদন প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চর্চা ও লালন, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ বিটিভি বার্তা শাখার প্রধান কাজ।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। সার্ভারের মাধ্যমে সংবাদ চিত্র এডিট ও প্রচার করা হচ্ছে। ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্তা শাখার প্রতিদিনের সংবাদ কাভারেজ সিডিউল 'ই-সিডিউল' প্রক্রিয়ায় চালু করা হয়েছে। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডসহ সরকার গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাবলির সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিভি'র রিপোর্টিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিদিন বিটিভি'র ২টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত হচ্ছে। জাতীয় সংবাদসহ বিটিভির সকল সংবাদে কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংযোজন করা হয়েছে।

- জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ভাষার মাস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসের ওপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদন, বিশেষ দিবসের ওপর প্রতিবেদন, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ

- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন, পর্যটন ও কৃষির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রচার এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর উৎক্ষেপণ নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরেজমিনে তথ্য ও ভিডিওচিত্র ধারণ করে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক উন্নয়নমূলক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বার্তা শাখা কর্তৃক নির্মাণ ও প্রচার করা হচ্ছে।

প্রকৌশল শাখার প্রকল্পসমূহের সারসংক্ষেপ

❑ প্রকল্পের নাম : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন-১ম পর্যায়' (Modernization, Digitalization & Automation of Bangladesh Television Central System-1st Phase)

প্রকল্প এলাকা : বিটিভি, রামপুরা, ঢাকা

বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন ২০২০

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২.৮২ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ৬২.৮২ কোটি টাকা)

❑ প্রকল্পের নাম : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন-১ম পর্যায়' (Establishment of Nationwide Digital Terrestrial Television Broadcasting of Bangladesh Television-1st Phase)

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫০ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ১৫১.৮৪ কোটি টাকা)

❑ প্রকল্পের নাম : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৬টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন' (Establishment of 6 full fledged TV Stations of Bangladesh Television.)

প্রকল্প এলাকা : ৬টি বিভাগের রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং ময়মনসিংহ টেলিভিশন কেন্দ্র

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৯১ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ৪০২.৪৫ কোটি টাকা)

❑ প্রকল্পের নাম : 'পাহাড়তলীতে ট্রান্সমিটিং টাওয়ার, ভবন নির্মাণ এবং ট্রান্সমিটিং যন্ত্রপাতি স্থাপন'

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮.৯৯ কোটি টাকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

❑ প্রকল্পের নাম : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি জনবল ও জেলা সংবাদ দাতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' (Development of Infrastructure of BTV, Capacity building of technical personnel and district news correspondent of Bangladesh Television.)

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্র/উপকেন্দ্র – ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ঠাকুরগাঁও, ঝিনাইদহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পটুয়াখালী, রাঙামাটি, সাতক্ষীরা ও উখিয়া এবং সকল জেলাশহর (জেলা সংবাদদাতাগণ)।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৪ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ২৯ কোটি টাকা)

❑ প্রকল্পের নাম : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডাইরেক্ট টু হোম (ডিটিএইচ) প্রবর্তন' (Establishment of Direct to Home (DTH) Platform of Bangladesh Television)

প্রকল্প এলাকা : পূর্বাচল নিউ টাউন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৯ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ১৩৩.৫৭ কোটি টাকা)

❑ প্রকল্পের নাম : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর' (Establishment of Standalone Full Fledged TV Station of Chattogram TV station of Bangladesh Television)

প্রকল্প এলাকা : চট্টগ্রাম টিভি কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১০ কোটি টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা ৫০ কোটি টাকা)

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পীবৃন্দ

আইটি শাখা

- বিটিভি প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে LAN-এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সকল কর্মকর্তাদের জন্য ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইট গতিশীল ও তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে।
- মেইল সার্ভার, ডাটাবেইজ সার্ভার সংস্থাপন করা হয়েছে।
- ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- গেট পাস ইস্যুয়িং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ বেতার

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বেতার

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ বেতার (Bangladesh Betar) ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬ টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে দৈনিক ৪৫০ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ বিষয়ে 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' শীর্ষক ব্র্যান্ডিং, এসডিজি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে অনুষ্ঠান, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, দিন বদলের পালা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেতার নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপক এলাকাজুড়ে প্রচারিত মিডিয়া। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতার আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাথে একযোগে কাজ করছে এবং বহির্বিশ্বের শ্রোতাদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, আরবি ও নেপালি ৬টি ভাষায় বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ২৭৪৯
পূরণকৃত পদ: ১৫৩০
শূন্যপদ: ১২১৯
বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ: ১৬৯

শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
-	-	২২৮	৮২	২৭৮	৬৩১	১২১৯

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
২১	১৩২	১৫৪	৪৭	১৬৪	২১১

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৩৭	৮৯৫.৯০	৩৭	১৭	১৭৫.৭৪	২০	৭২০.১৬

৯ই জুন ২০১৯ তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি চট্টগ্রামে তথ্য মন্ত্রণালয়ের শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ বেতার আয়োজিত বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৫	-	১	২	৩	২

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
-	৮	-	৮	-

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩৪টি	১৮৭ জন

❑ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৯ জন।

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১০১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-	২৫০	৩০০

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

লক্ষ্যমাত্রা		২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	২৫৭৮.৯০	১১২৪.৮০	১৪৪৬.৩০	১১১৩.৯৮	(+)	(-)

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
'ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প	৬.৮৮	৬.৩২ ৯১.৭৮%
'বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)' প্রকল্প	১৭.৭৬	৬.৪৯ ৩৬.৫%
'বাংলাদেশ বেতারের মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে ১০০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার' প্রকল্প	১৫.১৮	১৪.৫৬ ৯৬.০%
'জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' প্রকল্প	৩৭.৩৮	৯.৯৮ ২৬.৬৭%
'বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' প্রকল্প	৭.০৯	৬.২৮ ৮৯.০%
বাংলাদেশ বেতারের মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৫টি	৮৪.২৯	৪৩.৬৩ (৫১.৭৬%- ৫টি পৃথক প্রকল্পের জন্য)

প্রকল্পের অবস্থা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
'বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন' প্রকল্প	'ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প	'ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফএম বেতার কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প	ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো
১টি	১টি	১টি	-

১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ বেতার আয়োজিত বিশ্ব বেতার দিবসের র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান শাখার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

বেতার সবার জন্য, সব সময় সবখানে—এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশ বেতার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে মোট দৈনিক ৪৪৬.৫০ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে—মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক অনুষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, এসডিজি, সরকারের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭-এ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে অনুষ্ঠান, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, দিন বদলের পালা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেতার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিডিয়া। বহির্বিশ্বে শ্রোতাদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ৫টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার

করা হয়। বাংলাদেশ বেতার আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাথে একযোগে কাজ করছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কারসহ ৫২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রয়েছে দুর্লভ সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ, গান ও সাক্ষাৎকার। বাঙালি জাতিসত্তার একীভূতকরণে এবং জাতীয় জনমত গঠনে আধুনিক প্রযুক্তিকে ধারণ করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে এই প্রচার মাধ্যম তার জাতীয় দায়িত্ব আস্থার সাথে পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান শাখার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নরূপ:

সদর দপ্তর

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতার রাষ্ট্রপতি অলংকৃত ১৭টি রাষ্ট্রীয়, প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ৭৯টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী অলংকৃত ৫টি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, অন্যান্য অনুষ্ঠান ৫টি, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স ১৯টি, ভাষণ ১৯টি, সংবাদ সম্মেলন ৪টি সরাসরি সম্প্রচার করেছে। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি অলংকৃত জাতীয় সংসদ অধিবেশন ৯টি সরাসরি সম্প্রচার করেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম, ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ইনফোটেইনমেন্ট সরাসরি সম্প্রচার করেছে। জাতীয় পর্যায়ে ১৪টি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৩টি খেলা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার ও এটুআই প্রোগ্রামের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায়, জানুয়ারি-জুন ২০১৯ মেয়াদে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক ৬৬০ মিনিট এয়ারটাইমে এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, ১৬টি ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ১২টি ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচার, ১টি থিমসং, ৬টি জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ১০টি সেলিব্রেটিকল এবং ৫টি রেডিও ডকুমেন্টারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এবং সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ১৭৭০ মিনিট এয়ারটাইমে এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, বাংলাদেশ কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রযোজক কর্মকর্তাদের জন্য ১টি কর্মশালা আয়োজন, ১০টি জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ১০টি ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচারের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১লা নভেম্বর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের (এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ) উদ্বোধন করেন

ক) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে রাজস্ব বাজেটে গান, স্পট, জিঙ্গেল, কথিকা, প্রামাণ্য নিয়ে সাপ্তাহিক ২০ মিনিট স্থিতির অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

খ) তথ্য মন্ত্রলালয়ের প্রচার ও বিজ্ঞাপন শাখার অর্থায়ন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৯টি ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ৭২টি আসরভিত্তিক বৈঠক, ৪৮টি স্পট ড্রামা, ৪৮টি জিঙ্গেল, ১২টি প্রামাণ্য এবং ৪৮টি অংশীজন/ সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কেন্দ্র/ইউনিট থেকে ৬১৫টি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে গান, স্পট, জিঙ্গেল, স্লোগান, কম্পোজিট অনুষ্ঠানে আলোচনা, মতামত, কুইজ ইত্যাদি প্রচার করেছে।

এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৯, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯, মুজিবনগর দিবস, ৭ই মার্চের অনুষ্ঠান এবং মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ ইত্যাদি দিবসের আলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতার বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও সিডি বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের পেনশনের আওতাভুক্তকরণ

প্রধানমন্ত্রী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ বেতারের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকরি পেনশনের আওতায় আনা হবে' মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত ঘোষণার আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩শে মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৯৫টি পদ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা কর্তৃক ২৯৫টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব শিল্পীদের চাকরি পেনশনের আওতাভুক্তকরণের জন্য ২৯৫টি পদের বিপরীতে কর্মরত নিজস্ব শিল্পীগণ বিদ্যমান বেতন স্কেলে নিয়োগকালীন শিক্ষাগত যোগ্যতায় তাদের স্ব স্ব পদে যোগদানের তারিখ থেকে কর্মরত আছেন বলে গণ্য হবেন মর্মে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদেন প্রদান করেন।

তথ্য মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত ৩০শে জানুয়ারি ২০১৯ সরকারি আদেশ জারি করে আদেশটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অবগতি ও নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বিষয়টি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রধানমন্ত্রী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ বেতারের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের শিল্পীদের সম্মানী যৌক্তিক হারে বৃদ্ধির ঘোষণা প্রদান করেন। সার্বিকভাবে বেতার অনুষ্ঠান নির্মাণে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বেতারের বর্তমান 'শিল্পী সম্মানী কাঠামো ২০১৬'-তে বর্ণিত সম্মানী প্রায় ২০০% বৃদ্ধি করে (মোট সম্মানী বর্তমান সম্মানীর ৩ গুণ), বেতার অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নতুন ক্যাটাগরি শিল্পীর সম্মানী অন্তর্ভুক্ত করে এবং অনুষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু নির্দেশিকাসহ বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক 'প্রস্তাবিত শিল্পী সম্মানী কাঠামো ২০১৯' অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে ২৩শে মে ২০১৯ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২রা নভেম্বর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রের (এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ) উদ্বোধন করেন

লিয়াজোঁ ও শ্রোতা গবেষণা শাখা, বাংলাদেশ বেতার

ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮–৩০শে জুন ২০১৯)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩৫টি	১৯২ জন

খ) বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা (১লা জুলাই ২০১৮–৩০শে জুন ২০১৯)

সেমিনার /ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সংখ্যা
১৫টি	১৯ জন

শিক্ষা, বাংলাদেশ বেতার

শিক্ষা অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রসমূহ পূর্বের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্যান্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০শে জুন ২০১৯ বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের দপ্তর প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল বক্তৃতা করেন

সংগীত অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বেতার

সংগীত অনুবিভাগ থেকে ১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের তথ্য

কেন্দ্র	বিষয়	সংখ্যা	শ্রেণি নির্ধারণী/তালিকাভুক্তি	মন্তব্য
ঢাকা	নাট্যকার	০২	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন	জুলাই/১৮ থেকে জুন ১৯ পর্যন্ত
	গীতিকার	০৬	তালিকাভুক্তির অনুমোদন	
	শিশুশিল্পী	১২২	তালিকাভুক্তি	
	রবীন্দ্র সংগীত	৩৫	তালিকাভুক্তি	
	নজরুল সংগীত	৪৪	তালিকাভুক্তি	
	উচ্চাঙ্গ সংগীত	১৮	তালিকাভুক্তি	
	যন্ত্র সংগীত	০৮	তালিকাভুক্তি	
	আধুনিক গান	৬৪	তালিকাভুক্তি	
	নাট্যশিল্পী	২৪	তালিকাভুক্তি	
	৯ জন সংগীতশিল্পী ও ১ জন গীতিকার	১০	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন	

কেন্দ্র	বিষয়	সংখ্যা	শ্রেণি নির্ধারণী/তালিকাভুক্তি	মন্তব্য
চট্টগ্রাম	সংগীতশিল্পী	২৬২	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন	
	ঘোষক/ঘোষিকা	৩০	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন	
খুলনা	অতিথি প্রযোজক	৪	তালিকাভুক্তি	
	সংগীতশিল্পী	২২	তালিকাভুক্তি	
	গীতিকার	০৯	তালিকাভুক্তি	
রাজশাহী	ঘোষক/ঘোষিকা	২০	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন	
	নাট্যশিল্পী	২০	তালিকাভুক্তি	
রংপুর	গীতিকার	১৫	তালিকাভুক্তির অনুমোদন	
	ঘোষক/ঘোষিকা	০৭	শ্রেণি নির্ধারণের অনুমোদন	
রাঙামাটি	ঘোষক/ঘোষিকা	৫	তালিকাভুক্তি	
অন্যান্য	অডিশন ও গ্রেডেশন	--		

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে সহায়তা প্রদান এবং জনসাধারণ ও রাস্তা ব্যবহারকারীদের ট্রাফিক নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ২৬শে মে ২০০৫ থেকে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশ বেতার। এই সম্প্রচার কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ৭:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত তিনটি অধিবেশনে মোট ১৪টি ঘণ্টা সংগীত, জনপ্রিয় গান, সজীব/বাণীবদ্ধকৃত অনুষ্ঠান, সংবাদ ও সংবাদ শিরোনাম প্রচারের পাশাপাশি ট্রাফিক সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা/স্পট/জিঙ্গেল/ রিপোর্টিং প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক

ঢাকা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট তথ্য/বার্তা/ঘোষণা প্রচার করে থাকে। এই কার্যক্রম থেকে প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে বিভিন্ন রাস্তার ট্রাফিক আপডেট এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রচার হয়ে থাকে।

সম্প্রতি এই দপ্তর শ্রোতাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে www.facebook.com /trafficfm88.8 একটি পেইজ এবং ০১৫৫৬৮৮০০৮৮ নম্বরে এসএমএস সার্ভিস চালু করেছে। এই দুটি সার্ভিসের মাধ্যমে শ্রোতাবৃন্দ সরাসরি স্টুডিও'র সাথে যুক্ত হতে পারেন এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত প্রদান করতে পারেন। শ্রোতাদের প্রাপ্ত মতামত স্টুডিও থেকে সরাসরি প্রচার করা হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতারের নতুন উদ্ভাবন ট্রাসকা-ইভ (ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম আর্কাইভ)। এই সিস্টেমের সহায়তায় একজন শ্রোতা ফেসবুক এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে কোনো গানের অনুরোধ জানালে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রচার করা হয়। বর্তমান সিস্টেমের ডাটাবেজটিতে প্রায় ৫০০০ গান সংরক্ষিত আছে। এই সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ

বাংলাদেশ বেতারের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করে

বিষয়	কার্যক্রম
রাষ্ট্রপতি	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-এর ১৭টি কার্যক্রম সরাসরি প্রচারিত হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৯টি কার্যক্রম সরাসরি প্রচারিত হয়েছে।
স্পিকার	স্পিকারের ৮টি কার্যক্রম সংবাদ প্রবাহে প্রচারিত হয়েছে।
মন্ত্রীবর্গ	মন্ত্রীবর্গের ৪১৫টি কার্যক্রম সংবাদ প্রবাহে প্রচারিত হয়েছে।
জাতীয় সংসদ অধিবেশন	জুলাই ২০১৮–মে ২০১৯ পর্যন্ত দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন কার্যক্রম সংসদ ভবন থেকে সরাসরি প্রচার করা হয়।
জাতীয় শোক দিবস	১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত হয়।
৭ই মার্চ	৭ই মার্চ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণসহ বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

বিষয়	কার্যক্রম
১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস	১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস	২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও মহান স্বাধীনতার মাস উপলক্ষে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার	পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নৌ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিরাপদ যাত্রা বিষয়ে যাত্রীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার স্লোগান, কথিকা ও আলোচনা প্রচার করা হয়েছে।
রোহিঙ্গা বিষয়ক	১। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে রোহিঙ্গা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনামূলক বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে প্রতিদিন প্রচার করা হয়। ২। রোহিঙ্গা বিষয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। ৩। রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশের মানবিকতা নিয়ে 'মানবিক বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।
জলসা	২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত দর্শকদের উপস্থিতিতে ২টি বিশেষ অনুষ্ঠান 'জলসা' প্রচারিত হয়েছে।
মহান বিজয় দিবস-২০১৮	মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে পাঠের অনুষ্ঠান, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতি নকশা, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবদান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান, বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও বিশেষ নাটক বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত হয়।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান ভাষা শহিদ দিবস	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
জেলহত্যা দিবস	জেলহত্যা দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।
পবিত্র রমজান উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান	পবিত্র রমজান উপলক্ষে 'প্রতিদিন সাহরি' বিশেষ অনুষ্ঠান ভোর পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছে। সাহরির বিশেষ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, তরজমা, শানে নযুল, পবিত্র রমজানের তাৎপর্য, গুরুত্ব, মাহাত্ম্য এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ের ওপর আলোচনা, জিকির, দরুদ ও মোনাজাত প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া পবিত্র রমজানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন বিশেষ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

বিষয়	কার্যক্রম
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
বার্ষিকী অনুষ্ঠান কার্যক্রম	বার্ষিকী ও উৎসবাদি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।
প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং	প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
বর্তমান সরকারের সাফল্য	বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান 'অগ্রযাত্রা' প্রচারিত হয়েছে।
টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ	এসডিজি বিষয়ক বিশেষ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে অনুষ্ঠান	জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রতিদিন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে মাসব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এসব প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– প্রধানমন্ত্রীর জঙ্গিবাদবিরোধী বক্তব্য, জঙ্গিবাদবিরোধী অডিও ক্লিপ, কোরান ও হাদিসের আলোকে জঙ্গিবাদবিরোধী বক্তব্য এবং বাড়িভাড়া সংক্রান্ত সচেতনতামূলক স্পট এবং উপস্থাপনা বিভাগ থেকে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিদিন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী স্লোগান প্রচারিত হচ্ছে।
ফোন-ইন-প্রোগ্রাম কার্যক্রম	বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক টেলিফোন শ্রোতাদের সরাসরি অংশগ্রহণে ফোন-ইন অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে।
বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম	বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।
তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান	প্রতিদিন তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে স্লোগান, স্পট, জিঙ্গেল প্রচারিত হয়েছে।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান কার্যক্রম	সিআইডি বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত নিখোঁজ সংবাদ প্রচার। নারী ও যুব সমাজের উন্নয়ন, যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অ্যাসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার রোধ, সোয়াইন ফ্লু, ভোটার নিবন্ধন হালনাগাদকরণ, ডায়রিয়া, কলেরা ও ডেঙ্গু জ্বর রোধে করণীয়, সতর্কতা, স্লোগান, স্পট, জীবন্তিকা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা, যক্ষ্মা, স্যানিটেশন, জন্ম নিবন্ধন, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়োডিন লবণ, দুর্নীতি দমন, সুন্দরবন রক্ষা করা, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বিষয়ক, বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ অপচয় রোধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পুনর্বাসন, নারী ও শিশু অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা

বিষয়	কার্যক্রম
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান কার্যক্রম	বিষয়ক, শিশু অধিকার, মায়ের স্বাস্থ্য, গর্ভবতীর খাবার, দুর্গতদের সাহায্য, দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ, সচেতন ও তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য নাটিকা, জীবন্তিকা এবং অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে জিঙ্গেল ও স্পট নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে।
উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অনুষ্ঠান	ভিশন-২০২১, টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ, রেলওয়ের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, সড়ক যোগাযোগ আধুনিকায়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, দোরগোড়ায় সেবা, যুব উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সফলতা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এবং ডাক ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনে বর্তমান সরকারের ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠান 'উন্নয়নে নবদিগন্ত' এবং সরকারের সাম্প্রতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা অনুষ্ঠান, দিন বদলের পালায় শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে তুলনামূলক অগ্রগতি, বেকার সমস্যা সমাধানে স্বল্পপুঁজিতে কর্মসংস্থান, নারী ও যুব সমাজের উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে কথিকা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, প্রতিবেদন প্রচার করা হয়েছে।
সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অনুষ্ঠান	চিকুনগুনিয়া ভাইরাস জ্বর প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক, রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধ, মৌসুমী ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক, ভূমিকম্পে করণীয়, সিআইডি বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত নিখোঁজ সংবাদ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে জনসচেতনতামূলক, দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক, ভিটামিন এ ক্যাপসুল, ক্রিকেট ম্যাচের চলতি ধারাবিবরণী সম্প্রচার, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ', 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড', পরিবেশ ভাবনা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন কৌশল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, ভেষজ উদ্ভিদ কৃষি বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা, কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি, মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবী জেলেসহ সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সমাবেশ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদনদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত বিবিধ অনুষ্ঠান বহিঃধারণ করে যথাযথভাবে বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার

- ❑ আগারগাঁওস্থ নতুন দপ্তরে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সকল পিসিতে নেট ব্যবহারের জন্য ৪টি রিয়েল আইপিসহ নতুন হাইস্পিড (১০ এমবিপিএস) ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে।
- ❑ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নতুন অফিস এলাকাকে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন করা হয়েছে।

- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য দাপ্তরিক ব্যবহার্য টেবিল-চেয়ার ইত্যাদিসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, টেলিফোন, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আধুনিক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- এ ইউনিটের সকল কম্পিউটার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ইউনিটের অভ্যন্তরীণ তথ্য/ফাইল আদান-প্রদানসহ লেন শেয়ারিং সুবিধাদি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সুপেয় পানির জন্য এ দপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে উন্নতমানের 'ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম'।

- এ ইউনিটের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ১ম তলা ও ৯ম তলার করিডোরে সর্বমোট ৫০টি টবসহ গাছ স্থাপন করা হয়েছে।

- বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সকল জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের আপডেট শ্রোতাদের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ফেসবুক পেজে নিয়মিত আপলোড করা হয় এবং শ্রোতাদের মতামতসূচক বাছাইকৃত কমেন্টসমূহ/ই-মেইলসমূহ অন-এয়ারে শ্রোতাদের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে। বিগত এক বছরে এ কার্যক্রমের প্রধান অনুষ্ঠানগুলোতে প্রাপ্ত শ্রোতাদের চিঠি সংখ্যা ৪১,৪৬৮টি, স্পন্সর্ড অনুষ্ঠানের চিঠি সংখ্যা ৫৮,৬৪২টি, প্রাপ্ত ই-মেইল সংখ্যা ২৭,৮১৮টি এবং ফেসবুক পেজে নিয়মিত আপলোড করা অনুষ্ঠানের পোস্টসমূহে উক্ত শ্রোতাদের প্রাপ্ত মন্তব্যের সংখ্যা ১,১৯,৬৩১টি।

- বিটিআরসি থেকে বাংলাদেশ অনুকূলে অবাণিজ্যিক শর্টকোড (১৬২০০) বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। যার সেট কার্যক্রম এবং অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা কোড তৈরি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সকল গুরুত্বপূর্ণ ডাটা/অনুষ্ঠান ও গানের অনলাইন স্টোরেজ ও ডাটা দিয়ে দ্রুত সিডিউলিং -এর জন্য একটি সার্ভার পিসি তৈরি করা হয়েছে। কার্যক্রমটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে।

- বরাবরের মতো বিগত ঈদুল-ফিতরের ৩ দিন এ কার্যক্রমের সকল অনুষ্ঠান নতুনভাবে সাজানো হয়েছিল। এ উপলক্ষে উক্ত ৩ দিনের জন্য এ কার্যক্রমের ১২টি নতুন অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও শারদীয় দুর্গোৎসব ও বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত শ্রোতাদের সরাসরি অংশগ্রহণমূলক ফোন-ইন-অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

- www.betarprogram.org- তে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান অনলাইনে স্ট্রিমিং করা হয়েছে। ২৬শে জুন ২০১৯ এক সপ্তাহের (১৮-২৫শে জুন) রিপোর্ট অনুযায়ী অনলাইনে সরাসরি বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান শোনেন ৫,২১,৬৮৪ জন– যার মধ্যে নতুন শ্রোতা যোগ দিয়েছে ১৩,৩০২ জন।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জুলাই ২০১৮–জুন ২০১৯ মাস পর্যন্ত সর্বমোট আয় (ভ্যাট ও উৎসকরসহ) ৩,৬২,৪৩,০৯৩.৯৫ টাকা (তিন কোটি বাষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিরানব্বই টাকা পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) জুলাই ২০১৮–জুন ২০১৯ মাসের সর্বমোট বিজ্ঞাপন/স্পন্সর্ড সংখ্যা ৮,১৯৮টি।

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার

- জাতীয় নির্বাচন-২০১৮ উপলক্ষে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে।
- সকল সার্ভিসে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান উল্লেখ করে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে।
- ইসলামের উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে।
- উন্নয়নের পথে, এসডিজি, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বছরব্যাপী নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে বিস্তারিত অনুষ্ঠান প্রচারে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।
- দপ্তরের ৬টি ভাষার মধ্যে উর্দু সার্ভিসের কার্যক্রম দাপ্তরিক নির্দেশনা মোতাবেক বন্ধ করা হয়েছে।
- বাংলা ও ইংরেজি সার্ভিস ছাড়াও নেপালি, আরবি ও হিন্দি ভাষায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, পর্যটনভিত্তিক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান, বাংলা ভাষার ওপর অনুষ্ঠান এবং বিশেষ ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটারের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের অংশবিশেষ সদর দপ্তরের পেছনের তৃতীয় তলা বিল্ডিং থেকে সদর দপ্তর ভবনের নিচ তলায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

৪–৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ ৪র্থ জাতীয় উন্নয়নমেলায় বাংলাদেশ বেতারের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার

বিষয়	সংখ্যা
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ (আর্কাইভিং)	১৪১টি
রাষ্ট্রপতির ভাষণ (আর্কাইভিং)	২২টি
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান (আর্কাইভিং)	১৭টি
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা (আর্কাইভিং)	৮২টি
শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগের ওপর গান (আর্কাইভিং)	২২টি
শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগের ওপর স্পট (আর্কাইভিং)	৫টি
মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার (আর্কাইভিং)	১২টি
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (আর্কাইভিং)	২৪টি

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার

বিশেষ বিশেষ কার্যাবলির নাম	বিবরণী
বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠান	৩টি
কৃষক সমাবেশ	১২টি
কুইজ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৪টি
শ্রোতার জানালা	১০টি
সাফল্যের গল্প	৪০টি
নাটক, জীবন্তিকা, গান ও গীতি নকশা	প্রধানমন্ত্রীর ব্র্যান্ডিং—একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবেশ সুরক্ষা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়সহ খাটো জাতের নারিকেল, বজ্রপাত থেকে রক্ষা, সোনালি আঁশ পাট, দেশি ফলের গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে জীবন্তিকা বাণীবদ্ধ করে প্রচারিত হয়েছে। বিশেষ দিবস ১৫ই আগস্ট (জাতীয় শোক দিবস), ১৬ই ডিসেম্বর (বিজয় দিবস), ২১শে ফেব্রুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ, ১লা বৈশাখ (নববর্ষ), কাজী নজরুলের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, ঈদুল ফিতর, নারীর ক্ষমতায়ন, বিশ্ব খাদ্য দিবস, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, শীতের পিঠা, পরিযায়ী পাখি, থানকুনি পাতা, ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গান ও গীতি নকশা প্রচারিত হয়।

বিশেষ বিশেষ কার্যাবলির নাম	বিবরণী
আলোচনা অনুষ্ঠান	বিশেষ দিবসভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়– ১৬ই ডিসেম্বর (বিজয় দিবস), ২১শে ফেব্রুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ, নববর্ষ, কাজী নজরুলের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী, ঈদুল ফিতর, পাট দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভিযাত্রা।
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান	'দেশ আমার মাটি আমার' জাতীয় অনুষ্ঠান ও 'সোনালি ফসল', আঞ্চলিক অনুষ্ঠান ও কৃষি এবং পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান 'কৃষি সমাচার' এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষিভিত্তিক বিষয়ের ওপর প্রামাণ্য ধারণ করে প্রচার করে থাকে। বিষয় : ভাসমান সবজি চাষ, ভাসমান হাট, ছাদে বাগান তৈরি, শীতল পাটি, জারা লেবু, কাঁকড়া চাষ, চুই ঝাল, নববর্ষ, কৃষক-কৃষানির ঈদ আয়োজন, কমলা চাষ, চা পাতার চাষ ইত্যাদি।

বেতার বাংলা

বেতারে প্রচারিতব্য অনুষ্ঠানসূচির পূর্ণ বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নির্ধারিত সময়ে শ্রোতারা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে পারবেন, মূলত এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের তাহজিব তমুদ্দুনের ভাবধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢাকা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় রেডিও পাকিস্তানের পাক্ষিক পত্রিকা 'এলান'। এতে শুধু ঢাকা নয় পাকিস্তানের করাচি, হায়দারাবাদ, পেশোয়ারসহ অন্যান্য কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচি প্রকাশিত হতো। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিক নির্দেশনায় বেতার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ বেতারের মুখপত্রটির নতুন নাম 'বেতার বাংলা' অনুমোদন করা হয়। তখন থেকে উর্দু শব্দ 'এলান' কে পেছনে ফেলে স্বাধীন দেশে বাংলার অবয়বে মোড়ানো 'বেতার বাংলা'-র প্রথম বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় পক্ষে।

'বেতার বাংলা' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সরকারের বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর দশ উদ্যোগ, জঙ্গিবাদবিরোধী স্লোগান, জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার অভিনব কৌশলে দিকভ্রান্ত না হওয়ার জনসচেতনতামূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, গল্প ছাড়াও সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ উদ্যোগ, যেমন– বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ দিনগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি ছাপা হয়ে থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ (Bangladesh Film Archive) চলচ্চিত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ' নামে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ'। এ প্রতিষ্ঠান ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস (FIAF)-এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৪১টি দেশের ফিল্ম আর্কাইভ এ সংস্থার সদস্য। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ দেশি-বিদেশি দুষ্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র সামগ্রী সংগ্রহ ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সংগৃহীত ছায়াছবি প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনসহ ছায়াছবির ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৪৮
পূরণকৃত পদ: ৪০
শূন্যপদ: ৮
শূন্যপদসমূহে নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম

পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রিন্ট সংগ্রহ	৯০টি
পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নেগেটিভ সংগ্রহ	১৯টি
প্রামাণ্যচিত্র, তথ্যচিত্র ও সংবাদচিত্রের প্রিন্ট সংগ্রহ	৫৩৯টি
চলচ্চিত্র বিষয়ক বই সংগ্রহ	২৭৩টি
পোস্টার সংগ্রহ	৩৭টি
চিত্রনাট্য সংগ্রহ	৮৬টি
সাময়িকী ও অন্যান্য সংগ্রহ	১২০টি
নিউজ ক্লিপিং সংগ্রহ	১০৯৩টি
ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	৩৫০টি
সংরক্ষিত চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর	৬০টি
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল প্রকাশ	১টি
চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ	৫টি
চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টেশন তৈরি	৬টি
গবেষণাকর্ম সম্পাদন	১২টি
সেমিনার	১৩টি

০° সে. তাপমাত্রায় ফিল্ম ভল্টে সংরক্ষিত প্রিন্ট

উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ : প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ দেশি এবং বিদেশি চলচ্চিত্র সংগ্রহ করে আসছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ফিল্ম ভল্টে (Film Vault) এ পর্যন্ত ৩৪২১টি দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র সংরক্ষিত আছে। এছাড়া ডিভিডি/সিডি ফরমেটে ২৯৫৯টি চলচ্চিত্র এ দপ্তরের সংগ্রহে রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও সংবাদচিত্রের প্রিন্ট ও নেগেটিভ।

এগুলো জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অমূল্য দলিল। সংগৃহীত চলচ্চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে : *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬), *আসিয়া* (১৯৬০), *নদী ও নারী*, *পালঙ্ক*, *তিতাস একটি নদীর নাম*, *জীবন থেকে নেয়া*, *স্টপ জেনোসাইড*, *এ স্টেট ইজ বর্ন*, *ওরা এগারো জন*, *আলোর মিছিল*, *হাঙর নদী গ্রেনেড*, *সুজন সখী*, *আগুনের পরশমনি*; ভারতের চলচ্চিত্রের মধ্যে *দেবদাস* (১৯৩৫), *পথের পাঁচালী*, *অপুর সংসার*; রাশিয়ার *ব্যাটেলশিপ পটেমকিন*, *মাদার*, অক্টোবর; বুলগেরিয়ার *ব্ল্যাক এঞ্জেলস*; জাপানের *রাশোমন*; হাঙ্গেরির *গোল্ডেন কাইট*; চীনের *টুংজুন জুঁই*; ফ্রান্সের *ওয়েজেস অব ফিয়ার* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লাইব্রেরির দ্রব্যাদি সংগ্রহ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের লাইব্রেরিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৮ হাজারের অধিক সংখ্যক চলচ্চিত্র বিষয়ক বই, চলচ্চিত্রের পোস্টার, শুটিং স্ক্রিপ্ট, জার্নাল, সাময়িকী, নিউজ ক্লিপিং ইত্যাদি সংগ্রহ রয়েছে।

ফিল্ম চেকিং ও পরিষ্কারকরণ : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত দুস্প্রাপ্য ও ধ্রুপদী চলচ্চিত্রসহ সকল চলচ্চিত্র নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সংগৃহীত কোনো চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্র সামগ্রী যদি সংরক্ষণ উপযোগিতা হারায় বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে সেগুলো পুনঃমুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষিত ছায়াছবিগুলো প্রতিবছর প্রায় ২৫০-৩০০টি পরীক্ষা ও পরিষ্কার করা হয়।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রজেকশন হলে প্রতি সপ্তাহে ১টি করে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ কর্মসূচির অধীনে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর প্রায় ৭০-৮০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। আলোচ্য অর্থবছরে ৯৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি

চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ পর্যন্ত মোট ৮০টি গবেষণাকর্ম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক জার্নাল প্রকাশ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে নিয়মিতভাবে 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল' প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে এর ১৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক ৫৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গত অর্থবছরে ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সেমিনার/সিম্পোজিয়াম: চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১৩টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে।

সংরক্ষিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সংরক্ষণে থাকা অনেক চলচ্চিত্রের স্থায়িত্বকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭২টি চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যক্তিত্বদের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি করে আসছে। উক্ত কর্মসূচির অধীনে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের লোজান শহরে ২০১৯-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ৭৫তম ফিয়াফ কংগ্রেসে বক্তব্য দিচ্ছেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক

ঢাকায় ২০২১ সালে ফিয়াফ সম্মেলন

বিশ্বের ফিল্ম আর্কাইভসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন ফিয়াফ (International Federation of Film Archives- FIAF) প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ (ফিয়াফ)-এর সদস্যপদ লাভ করে। সদস্য দেশ হিসেবে প্রতিবছর ফিয়াফ কংগ্রেসে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ বিগত কয়েক বছর যাবৎ ফিয়াফ কংগ্রেস বাংলাদেশে আয়োজনের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। ২০১৮ সালে চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে অনুষ্ঠিত ৭৪তম ফিয়াফ কংগ্রেসে ভোটে সিদ্ধান্ত হয় যে, ফিয়াফ-এর ৭৭তম কংগ্রেস ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২১ সালের ২৮শে মার্চ–৪ঠা এপ্রিল এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের ৭৫ দেশের প্রায় চার শতাধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া ফিয়াফ সামার স্কুলে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করছে।

৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৭ই মে ২০১৯ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আলোচনাসভা, সেমিনার, দিনব্যাপী ধ্রুপদী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং পোস্টার ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড (Bangladesh Film Censor Board) সুস্থ চলচ্চিত্রের ধারা বজায় রাখা এবং সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বিকশিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮-এর মাধ্যমে এদেশে চলচ্চিত্র সেন্সরের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ১৯৫২ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড' হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে চলচ্চিত্র পরীক্ষণের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড রয়েছে। বোর্ড বিদ্যমান সেন্সর আইন, বিধিমালা ও কোড অনুসরণে চলচ্চিত্রের সেন্সর কার্য সম্পাদন করে থাকে।

নবনির্মিত তথ্য ভবনের ১৪ ও ১৫ তলায় বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের নতুন অফিস

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৩৩
পূরণকৃত পদ: ১৮
শূন্যপদ: ১৫
বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ: ১

অনুমোদিত পদের অতিরিক্ত ৩টি পদে (পরিচ্ছন্নতা কর্মী-২, নিরাপত্তা প্রহরী-১) তিনজন কর্মচারী কর্মরত আছেন। তাদের চাকরি সমাপ্তির সঙ্গে ঐসব পদের বিলুপ্তি ঘটবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের শূন্যপদগুলোর মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

শূন্যপদের বিন্যাস

৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১১	৪	১৫

পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১	১	২

সেন্সর বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শিতব্য সকল চলচ্চিত্র ট্রেইলার, বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করে সেন্সর সনদপত্র প্রদান এবং সনদপ্রাপ্ত সকল চলচ্চিত্রের কপি সংরক্ষণ।
- সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী যেমন– পোস্টার, ফটোসেট, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড ইত্যাদির অনুমোদন দেওয়া এবং চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি বাস্তবায়ন।
- সেন্সরশিপ আইন ও বিধির লঙ্ঘন এবং সিনেমা প্রদর্শনে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকর ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত জুরি বোর্ডকে চলচ্চিত্র পরীক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন কাজে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।
- চলচ্চিত্র সংসদ (নিবন্ধন) আইন-২০১১ অনুযায়ী 'চলচ্চিত্র সংসদ' (ফিল্ম ক্লাব) নিবন্ধন করা।

এছাড়াও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড নিয়মিতভাবে সিনেমা হল পরিদর্শনসহ সেন্সরবিহীন চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং চলচ্চিত্রে অশ্লীল দৃশ্য সংযোজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ইন-হাউস প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. নিজামুল কবীরের সাথে দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৩টি	০.৮৩৯	২টি	২টি	০.৬৮৫	১টি	০.১৫৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১. Financial Management Course	১ জন
২. Fundamental Training Course	২ জন
৩. নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ জন
৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার)-এর ওপর প্রশিক্ষণ	১ জন
৫. অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সফটওয়্যার ভার্সন ২	১ জন
৬. আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ জন

চলচ্চিত্র পরীক্ষণের পর অনুষ্ঠিত সভা

অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ

তারিখ	বিষয়
১৭-০৭-২০১৯	(ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (খ) ই-ফাইল সিস্টেম পরিচিতি, ডাক আপলোড (নাগরিক/দাপ্তরিক), খসড়া ডাক সংরক্ষণ, আবেদন ট্র্যাকিং, রশিদ প্রিন্ট, আগত ডাক, ডাক সিল তৈরি করা, ডাক প্রেরণ, ডাক ট্র্যাকিং। (গ) প্রেরিত ডাক দেখা, ডাক নিষ্পত্তি করা, ই-ফাইল সিস্টেমে ডাক নথিজাত ও আর্কাইভ করার প্রক্রিয়া, নথিজাত ও আর্কাইভকৃত ডাক ফেরত আনার প্রক্রিয়া, নিবন্ধন বহি এবং প্রতিবেদন। (ঘ) ই-ফাইল সিস্টেমে নথি তৈরি, নথির ধরন তৈরি, নথি তৈরি, নথিতে পারমিশন দেওয়া ও পূর্বে তৈরিকৃত নথি সম্পাদন করা, ডাক নথিতে পেশ করার প্রক্রিয়া, নথিতে সিদ্ধান্ত দেওয়া, অনুচ্ছেদ লেখা, পরবর্তী প্রাপককে পাঠানো, নথি নিষ্পত্তি।
১৪-০৮-২০১৮	(ক) বিভিন্ন প্রকার ছুটি বিধি (খ) দাপ্তরিক মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত (গ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ (ঘ) Functions of DDO (Drawing and Disbursing officer)
১৮-০৯-২০১৮	(ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (খ) The Cinematograph Act, 1918 (গ) চাকরির সাধারণ শর্তাবলি (ঘ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮
২২-১০-২০১৮	(ক) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ (খ) ভ্রমণ ব্যয় বিল সংক্রান্ত (গ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ (ঘ) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM)
২০-১১-২০১৮	(ক) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ (খ) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ (গ) দাপ্তরিক কাজে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার (ঘ) সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন ধাপ ও পদ্ধতি এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি
১৩-১২-২০১৮	(ক) সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮ (খ) সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ (গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ (ঘ) The Censorship of Films , 1963

তারিখ	বিষয়
১৫-০১-২০১৯	(ক) দাপ্তরিক শিষ্টাচার (খ) কর্মক্ষেত্রে সৌজন্যবোধের গুরুত্ব (গ) কর্মপরিবেশের মানোন্নয়নের উপায় (ঘ) দাপ্তরিক কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
১৩-০২-২০১৯	(ক) Meeting Preparation of Agenda, Working paper and Minutes of the Meeting (খ) দাপ্তরিক যোগাযোগ (গ) দাপ্তরিক মামলা পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ ও পদ্ধতি (ঘ) অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
২০-০৩-২০১৯	(ক) গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (খ) দাপ্তরিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ (গ) The Censorship of Films, 1963 (Amended 2006) (ঘ) দাপ্তরিক কাজে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহার
২১-০৩-২০১৯	(ক) যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা, ২০১৮ (খ) অংশীজন ও সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ কার্যক্রম (গ) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০১৯ (প্রস্তাবিত) (ঘ) দাপ্তরিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় নির্ধারণ
২৮-০৪-২০১৯	(ক) সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮ (খ) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ (গ) ভ্রমণ ব্যয় বিল (ঘ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ
২৭-০৫-২০১৯	(ক) সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮ (খ) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ (গ) ভ্রমণ ব্যয় বিল (ঘ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ
১৭-০৬-২০১৯	(ক) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (খ) দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের মানোন্নয়নের উপায় (গ) সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন ধাপ, পদ্ধতি এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি (ঘ) অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ২টি	২ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১৩টি	আছে	আছে	-	৮	৮

আয়ের লভ্যাংশ/ মুনাফা/ আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

রাজস্ব আয়	২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	০.৬৪০১	০.৪৬২৩	০.৪৫	০.৩৩৫৩	(-)	(-) ২৭.৭৭%

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

চলচ্চিত্র সেন্সর সংক্রান্ত কার্যক্রম

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে দেশি-বিদেশি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক বাংলা ও ইংরেজি এবং আমদানিকৃত চলচ্চিত্রসমূহ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য সেন্সর করা হয়ে থাকে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩০শে জুন পর্যন্ত ৬০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৬টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৫৪টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার এবং ১টি বিজ্ঞাপনচিত্র সেন্সর করা হয়েছে। এছাড়া SAPTA চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ১১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ৫৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৬৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৬টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৫৪টি বাংলা ট্রেইলার এবং ৫টি বিজ্ঞাপনচিত্রের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ১১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্রেরও সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- বর্ণিত সময়ে ৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। বাতিলকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্রের রিভাইজড ভার্সনের সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।

- বর্ণিত সময়ে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটি কর্তৃক ২টি চলচ্চিত্র পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আপিল নিষ্পত্তি হয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত চলচ্চিত্র দুটির প্রযোজককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়াও এ সময়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ২২২টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।
- বর্ণিত সময়ে ৩৫৭টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩৫৫টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ২টি পোস্টার/স্থিরচিত্র বাতিল করা হয়েছে।

নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা

পরিদর্শনকৃত জেলার নাম ও মোট সিনেমা হলের সংখ্যা

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর জেলার মোট ২৫৫টি সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়েছে।

পরিদর্শন কার্যক্রম

বর্তমানে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ও বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারী চলচ্চিত্রগুলোর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রে সেন্সরবিহীন অশ্লীল গান ও দৃশ্য সংযোজন করে প্রদর্শন করার দায়ে নোয়াখালী জেলার কবির হাট থানার সিনে রেক্স সিনেমা হল থেকে 'গ্যাংস্টার', মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার ভিক্টোরিয়া সিনেমা হল থেকে 'Big Love in India & Most Wanted' ও 'তুফান', মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার স্বপ্নপুরি সিনেমা হল থেকে 'অপরাধ দমন', ভোলা জেলার সদর থানার অবসর সিনেমা হল থেকে 'যুদ্ধ', কুষ্টিয়া জেলার খোকশা থানার অপর্ণা সিনেমা হল থেকে 'ওরা গাদ্দার', ফেনী জেলার সদর থানার দুলাল সিনেমা হল থেকে 'জাল', ময়মনসিংহ জেলার সদর থানার সেনা অডিটরিয়াম সিনেমা হল থেকে 'শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার', নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার স্বর্ণ মহাল সিনেমা হল থেকে 'আজকের তাজা খবর', ঢাকা জেলার সাভার থানার শিউলী সিনেমা হল থেকে 'মার্ডার' নামক চলচ্চিত্রগুলো জব্দ করার জন্য এ দপ্তর থেকে ১০টি জব্দপত্র সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করা হয়েছে।

রাজস্ব আয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর-ব্যতীত রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রিনিং ফি বাবদ ৪৬,২৩,০০০ (ছেচল্লিশ লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

ই-জিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করাসহ e-Tender ব্যবস্থা প্রবর্তনের সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং একটি ক্রয় e-Tendering-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

- বর্ণিত সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে ৪৬.৬৫% নথি ই-ফাইলিং ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নামে BFCB অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে।
- এ দপ্তরের ওয়েব পোর্টালকে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে।
- আইসিটি সংক্রান্ত উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে এ বোর্ডের কর্মকর্তা ও আইসিটি সম্পৃক্ত কর্মচারীদের কম্পিউটারভিত্তিক জ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ দপ্তরে ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছে।
- বোর্ডের Citizen's Charter এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত এ দপ্তরের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd তে নিয়মিত সন্নিবেশিত করা হচ্ছে ।
- BanglaGov.net প্রকল্পের আওতায় এ দপ্তরে একটি উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে।

মোবাইল অ্যাপস্

সরকারি সেবা সহজীকরণ

বর্ণিত সময়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ৪টি সরকারি সেবা সহজীকরণ করেছে। সেবাগুলো হলো: (১) চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধনের জন্য অনলাইনে আবেদন (২) চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদন (৩) অনলাইনে অভিযোগ দাখিল এবং (৪) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নামে BFCB অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপস চালু।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ প্রদান উপলক্ষে গঠিত জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে। এ সময় বোর্ডে পুরস্কারের জন্য জমাকৃত ৭৪টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণের কাজ শেষ। চলচ্চিত্রগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণসহ চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

সেন্সর সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি সঠিক প্রতিপালনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সেন্সর কার্যক্রম পরিচালনা, পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার ও টাস্কফোর্স গঠন করার মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পকে অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সারাদেশের অধিকাংশ সিনেমা হলে অশালীন ও সেন্সরবিহীন দৃশ্যসহ চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ এবং সুস্থ ও রুচিশীল চলচ্চিত্রের আইনানুগ প্রদর্শন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

তথ্য মন্ত্রণালয়

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (National Institute of Mass Communication–NIMC) মূলত একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি গণমাধ্যম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মিডিয়া সংশ্লিষ্ট পেশাদারি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ১৩১
পূরণকৃত পদ: ১০৫
শূন্যপদ: ২৬
বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ: ১৪

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১০	৭	৮	১	২৬

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক

পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
--	১	১

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের শেখ রাসেল অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং মহাপরিচালক

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৩	০.০০৪১৭	৩	১	০.০০১৫৯	২	০.০০২৫৮

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৫টি	প্রশিক্ষণার্থী ৪৮৬ জন (পুরুষ ৩৫৫ জন এবং নারী ১৩১ জন)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়োজিত ইন-হাউস প্রশিক্ষণ: ১৪টি

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪২টি	প্রশিক্ষণার্থী ১২৪৫ জন (পুরুষ ১০৪২ জন এবং নারী ২০৩ জন)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ৮ জন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
সেমিনার-১টি	প্রশিক্ষণার্থী-৩৬ জন (পুরুষ ২১ জন, নারী ১৫ জন)
প্রকল্প - ৩৩টি	প্রশিক্ষণার্থী- ৮৫৪ জন (পুরুষ ৬১১ জন, নারী ২৪৩ জন)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

ল্যাপটপ/ কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
ডেস্কটপ -৬২টি	আছে	আছে	-	৩৫ জন	২০ জন
ল্যাপটপ- ২২টি					

টেলিভিশন নাটক প্রযোজনা কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে (মধ্য সারিতে) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত টেলিভিশন নাটক প্রযোজনা কৌশল প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারায় উপস্থিত প্রধান অতিথি তথ্য সচিব আবদুল মালেক-এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আজহারুল হক

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

রাজস্ব আয়	২০১৮-১৯		২০১৭-১৮	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
ট্যাক্স রেভিনিউ	-	০,২৮.১০	-	০,২৬.৯৮
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	০,২৫	০,১৮.৯৯	০,২১.৫৫	০,১৭.০১

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

গবেষণা কার্যক্রম

ক) ১. Role of Mass Media in Advancing Quality Primary Education in the Rural Areas.

২. Effect of Electronic Media like Radio, Television and Community Radio on Climate Change Knowledge and Behavior of People in Bangladesh.

৩. Community Radio in Family Health and Nutrition Awareness building among Rural Listeners শীর্ষক ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

খ) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের নিউজ লেটার (২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।

গ) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল ৩য় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব, এনডিসি) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কারপ্রাপ্তকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

ঘ) ৩১-০৫-২০১৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।

ঙ) এ অর্থবছরে ২৫টি প্রশিক্ষণের অনুকূলে ৩৫৫ জন পুরুষ ও ১৩১ জন নারীসহ মোট ৪৮৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৪২টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণের অনুকূলে ১০৪২ জন পুরুষ ও ২০৩ জন নারীসহ মোট ১২৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী, ৩৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনুকূলে ৬১১ জন পুরুষ ও ২৪৩ জন নারীসহ মোট ৮৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চ) ৮টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬টি প্রিন্টার, ২০টি UPS ও ১টি সাউন্ড কার্ড ক্রয় করা হয়েছে।

ছ) রেভিনিউ খাতে ১টি মোটরবাইক ও ১টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে।

জ) পদোন্নতি পেয়েছে ১ জন কর্মচারী।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

তথ্য মন্ত্রণালয়

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (Press Institute Bangladesh–PIB) একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রধানত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এ প্রতিষ্ঠানের কাজ।

এখান থেকে নিয়মিতভাবে দ্বিমাসিক সাময়িকী 'নিরীক্ষা'সহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী প্রকাশনা বের হয়ে থাকে। সংবাদকর্মী, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকতায় আগ্রহী তরুণদের জন্য বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' শীর্ষক সাংবাদিকতা বিষয়ক ই-লার্নিং প্লাটফর্ম চালু হয়েছে। এছাড়াও সাংবাদিকতা শিক্ষা বিষয়ক 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন বেসিক জার্নালিজম ও অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন টেলিভিশন জার্নালিজম' শীর্ষক দুটি কোর্স চালু রয়েছে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ১৩৪
পূরণকৃত পদ: ৯০
শূন্যপদ: ৪৪
বছরভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ী পদ: ৩৮

প্রেস ইনস্টিটিউট ভবন

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১৯	০৩	০৮	১৪	৪৪

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি পিআইবির জন্য ৬৩ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করে। ১৯৯৫ সালে ৬৩ জনবলের অতিরিক্ত ৮৩টি পদ সৃজনসহ সর্বমোট ১৪৬ পদ সংবলিত সাংগঠনিক কাঠামো তথ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে। ২০০২ সালে উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নবসৃষ্ট ৮৩ পদের মধ্যে শূন্য থাকা ১৫টি পদ বাতিল করে কর্মরত ৬৮টি পদের মধ্যে ২৭টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং অবশিষ্ট ৪১টি পদ অতিরিক্ত ঘোষণা করে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদত্যাগ/অপসারণ/মৃত্যুবরণ ইত্যাদি কারণে পদ শূন্য হলে শূন্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলুপ্ত হওয়ার শর্তে বেতন ভাতাদি বহাল রাখে। জনবল কাঠামোর এ সকল জটিলতার কারণে শূন্যপদ পূরণে সমস্যা দেখা দেয়। শূন্যপদ পূরণে সমস্যাদির তথ্যাদি ১৮ই অক্টোবর ২০১২ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনকালে ৪ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পিআইবি সেমিনার কক্ষে বাজেট বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	১	১	১৫টি পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট	৩টি (অগ্রিম) (১৯৭৬-৯৬)	০.১৬৬৩	-	-	-	৩টি (অগ্রিম) (১৯৭৬-৯৬)	০.১৬৬৩
	২টি (অগ্রিম) ১টি (সাধারণ) (২০০৯-২০১৪)	৪.৮৯৯	২টি ১টি	-	-	২টি (অগ্রিম) ১টি (সাধারণ) (২০০৯-২০১৪)	০.০৪৮৯
সর্বমোট	০৬টি	০.২১৫২	৩টি	-	-	৬টি	০.২১৫২

৩০শে মে ২০১৯ পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত শিশু ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্প (৫ম পর্যায়)-এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আজহারুল হক

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি	
তারিখ : ১১-১২ই ডিসেম্বর ২০১৮ ও ২৬-২৭শে ডিসেম্বর ২০১৮	
আয়োজনে : প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)	৩২ জন + ৩৬ জন, মোট ৬৮ জন
৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি	
তারিখ : ৯-১০ই ডিসেম্বর ২০১৮ ও ২৩-২৪শে ডিসেম্বর ২০১৮	
আয়োজনে : প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)	৩২ জন + ৩২ জন, মোট ৬৪ জন
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ই-ফাইল (নথি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১টি	
তারিখ : ২৭-২৮শে জানুয়ারি ২০১৯	
আয়োজনে : প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)	২১ জন
৮৯তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স	
তারিখ : ৫ই মে ২০১৯ থেকে ২৮শে জুন ২০১৯	
আয়োজনে : লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	১ জন

- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১ জন

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৯টি	৭০৭ জন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সভায় পিআইবি আইন ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। আসন্ন অধিবেশনে উত্থাপনের নিমিত্ত নোটিশ ও পিআইবি আইনের খসড়া বিল তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৩ই মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১০ই জুন ২০১৮ জাতীয় সংসদের 'তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির' ২৫তম মুলতুবি বৈঠকে 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট বিল ২০১৮' সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ১১ই জুলাই ২০১৮ জাতীয় সংসদে 'প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন ২০১৮' অনুমোদিত হয়েছে। ২৯শে জুলাই ২০১৮ উক্ত আইন বাংলাদেশ গেজেট–এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৪-১৬ই মে ২০১৯ পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন

পিআইবির প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ:

অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মশালা/সংলাপ	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	পুরুষ	নারী
১০১	৩৬৬৩	৩২৯২	৩৭১

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ

ক্রম	কাজের নাম		বাস্তবায়ন বিবরণ
১.	**গবেষণাকর্ম**		
	ক.	রাজনীতিতে দৈনিক ইত্তেফাকের ভূমিকা: ১৯৫৩-১৯৭০	চলমান
	খ.	সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (প্রথম খণ্ড)	প্রকাশিতব্য
	গ.	অতিথি গবেষণাকর্ম	৬টি কাজ চলমান
	ঘ.	'৭৫-পরবর্তী সময়ে ১৫ই আগস্ট নাজাত দিবস পালন' শীর্ষক গ্রন্থ	তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা সম্পন্ন। মহাপরিচালকের কাছে জমা দেয়া হয়েছে
	ঙ.	'বঙ্গবন্ধু যেদিন সংবাদপত্রে নামফলকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ	প্রুফ সংশোধন সম্পন্ন হয়েছে
	চ.	'বৃহত্তর কুমিল্লায় (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর) বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ	তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে

২.	**ঘটনাপঞ্জিঃ বাংলাদেশে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ**		
	ক.	ঘটনাপঞ্জি ২০১৮	নিরীক্ষণ চলছে
	খ.	ঘটনাপঞ্জি ২০১৯	লিপিবদ্ধ করার কাজ চলছে
৩.	**নিউজ ক্লিপিং**		১০,০৫০টি
৪.	**গ্রন্থাগার কার্যক্রম**		
	ক.	পাঠক সেবা	২৩৫৮ জন
	খ.	বই কেনা	৮০টি
	গ.	সৌজন্য কপি হিসেবে বই প্রাপ্তি	১০৯টি
	ঘ.	দৈনিক সংবাদপত্র কিনে সংরক্ষণ	২৫টি
	ঙ.	দেশি-বিদেশি ম্যাগাজিন কিনে সংরক্ষণ	১২টি
	চ.	সাইবার সেবা	১২৭ জন
	ছ.	ফটোকপি সেবা	৪৮১ জন

প্রকাশনা বিভাগ

ফিচার

শিশু ও নারী বিষয়ক ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে ৪৬টি ।

গণমাধ্যম সাময়িকী

নিরীক্ষা ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং ২২৩তম সংখ্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. ক্রীড়া সাংবাদিকতা

২. সংবাদপত্রে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ

৩. খবরের কাগজের সংবাদ সূচনা

৪. যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সংবাদপত্র

৫. ঘটনাপঞ্জি ২০১৭

গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ

১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে ১০টি গণমাধ্যম সহায়িকা

২. সাক্ষাৎকার, সংবাদ সম্মেলন, প্রেস ব্রিফিং

৩. সংবাদের জগৎ

৪. সংবাদপত্রের ইতিহাস

৫. সম্পাদনার প্রথম পাঠ

৬. কৃষি সাংবাদিকতা

নির্বাচন বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ-এর সাথে বিশেষ অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক প্রতিবেদন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮ প্রকাশিত ।

বুকলেট

১. অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : নেতৃত্বে শেখ হাসিনা

২. পিআইবি ব্রশিয়ার (উন্নয়ন মেলা উপলক্ষে)

পুরস্কার, বইমেলা ও অনুষ্ঠান

১. বাংলা একাডেমি অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯-এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

২. উন্নয়ন মেলা ২০১৮ অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

৩. পিআইবি - সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন বিভাগ

১. ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. ই-জিপি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. ওয়েবসাইট পুনর্গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ তথ্যাদি আপলোড করা হয়।

৪. সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে।

৫. পিআইবি'র দুটি ভবনসহ সমস্ত আঙিনায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং মনিটরিং চলমান রয়েছে।

৬. পিআইবি'র ৬ষ্ঠ তলা ভবনের ২য় তলায় শহিদ সাংবাদিক কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

৭. পিআইবির দুটি ভবনে Wi-fi স্থাপন করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (Bangladesh Cinema and Television Institute–BCTI) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন ২০১৮-এর খসড়া ২৬শে নভেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদন হয়েছে। জাতীয় সংসদের তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আইনটি যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদের জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধিত) বিল ২০১৯ হালনাগাদ করে তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাছে উপস্থাপন করে। একাদশ জাতীয় সংসদের 'তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১৯শে মে ২০১৯ অনুষ্ঠিত ২য় সভায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ২০১৯ সংশোধন বিল অনুমোদিত হয় এবং ১১ই জুলাই ২০১৯ জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের শেষ কর্মদিবসে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশোধন আইন ২০১৯' পাস হয়।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৮৭
প্রেষণে কর্মরত: ৫
চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ: ৪
আউট সোর্স: ২৮
শূন্যপদ: ৫০

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স এবং ৩য় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের সনদপত্র প্রদান ও সমাপন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

গভর্নিং বডির কার্যক্রম

বিবরণ	তারিখ	আলোচ্য বিষয়	সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১৬তম সভা	১লা নভেম্বর ২০১৮	৩১টি	৮টি	৮টি	ইনস্টিটিউটের জনবল কাঠামো এবং এর নিজস্ব ক্যাম্পাস, সুবিধাদি সৃজন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি সভায় হয়ে থাকে। সে আলোকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে।
১৭তম সভা	২৪শে এপ্রিল ২০১৯	৩০টি	২১টি	২১টি	

এপিএ কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে দুই বছর ও এক বছর মেয়াদি দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষিত হয়। এর মধ্যে আলোচ্য অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে ৩৬ জন এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্সে ৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৮৫টি ডিপ্লোমা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Peer Review -এর মাধ্যমে ১টি জার্নাল (ISSN 24156639) ও উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেনকে নিয়ে ১টি চলচ্চিত্র বিষয়ক স্মারকগ্রন্থ (ISBN 978-984-34-6925-0) এবং 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে রাজনীতির প্রতিফলন' শীর্ষক ১টি গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করা হয়েছে।

কলকাতাস্থ এসআরএফটিআই-এ ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের শব্দ গ্রহণ বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস

স্বল্পমেয়াদি ৪র্থ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্যোগে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শুটিং

একনজরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক) দীর্ঘমেয়াদি কোর্স

বিষয়	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স	আগস্ট ২০১৭ - আগস্ট ২০১৯	১০ জন
৫ম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০	১৭ জন
৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স	ফেব্রুয়ারি ২০১৮ - ফেব্রুয়ারি ২০১৯	৯ জন
	মোট =	৩৬ জন

স্বল্পমেয়াদি কোর্স

ক্রম	বিষয়	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	৩য় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স	ফেব্রুয়ারি ২০১৮–মার্চ ২০১৮	১৫ জন
২	১ম বেসিক সিনেমা ক্যামেরা অপারেশন অ্যান্ড লাইটিং টেকনিকস কোর্স	জানুয়ারি ২০১৯–ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৪ জন
৩	৪র্থ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে অভিনয় প্রশিক্ষণ কোর্স	মার্চ ২০১৯–মে ২০১৯	১৯ জন
৪	২য় চিত্রনাট্য লিখন প্রশিক্ষণ কোর্স	জুন ২০১৯–জুলাই ২০১৯	৯ জন
		মোট =	৫৭ জন

ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৮৫টি ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ করেছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা সফর

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান/সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স-এর শিক্ষার্থীদের ভারতের দিল্লির ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি), পুনে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং রামুজি ফিল্ম সিটিতে শিক্ষা সফর (১৫-২৩শে জানুয়ারি ২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের আওতায় মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা সফর

- ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স-এর ভারতের কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, পুনে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এবং রামুজি ফিল্ম সিটিতে শিক্ষা সফর (৭-১৭ই এপ্রিল ২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে শিক্ষা সফর (২০-২৩শে মে ২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী ৫ম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে শিক্ষা সফর (২৮-৩১শে জানুয়ারি ২০১৯) অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন উৎসবে প্রাপ্ত পুরস্কার

শিক্ষার্থীর নাম	কোর্সের নাম	ছবির নাম	চলচ্চিত্র/অনুষ্ঠানের নাম
জুয়েইরিয়াহ মৌ	দ্বিতীয় চলচ্চিত্র কোর্স	ভয় (The Fear of Silence)	দিল্লি, কলকাতা, ভারত
ঝুমুর আসমা জুই	দ্বিতীয় চলচ্চিত্র কোর্স	পুতুল পরান	শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার শিল্পকলা একাডেমি
শরিফ রেজা মাহমুদ ও অসীম সরকার (যৌথ)	তৃতীয় চলচ্চিত্র কোর্স	গল্পসংক্ষেপ	শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র পুরস্কার শিল্পকলা একাডেমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এবং *কারাগারের রোজনামচা* থেকে বিভিন্ন অংশের চিত্রায়ণ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিসিটিআই জার্নালের একটি বিশেষ সংখ্যা আগামী মার্চ ২০২০ নাগাদ প্রকাশ হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিনব্যাপী শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মশালায় মোট ১৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিনব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মশালায় মোট ১২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিনব্যাপী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মশালায় মোট ১৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

'Modern European Film Trend' শীর্ষক ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন প্রখ্যাত জার্মান চলচ্চিত্র পরিচালক, এডিটর, সিনেমাটোগ্রাফার মাইকেল কটৌস্কি (Michael Kotowski)

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এ দিনব্যাপী (২৮শে নভেম্বর ২০১৮) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় 'নোট লিখন, নথি ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এ কর্মশালায় মোট ১৭ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আয়োজিত দুদিনব্যাপী ই-ফাইলিং (১৩ই জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ১৪ই জানুয়ারি ২০১৯) বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালায় মোট ১২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- দিনব্যাপী 'লাইব্রেরি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট' সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২১শে মার্চ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালায় মোট ১৭ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- ১৮ই এপ্রিল ২০১৯ দিনব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অগ্নিনির্বাপন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও অগ্নিনির্বাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় মোট ৩১ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত পাঠদান কার্যক্রমে 'বাংলাদেশ ও উন্নয়ন উদ্যোগ' শীর্ষক এই মডিউলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদ্যোগগুলো হলো:

১) একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
২) ডিজিটাল বাংলাদেশ
৩) নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমসমূহ
৪) সবার জন্য বিদ্যুৎ
৫) কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ

৬) আশ্রয়ণ প্রকল্প
৭) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
৮) শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম
৯) বিনিয়োগ বিকাশ
১০) পরিবেশ সুরক্ষা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনানুযায়ী ইনস্টিটিউটের ক্লাসসমূহে সিডিউলভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি সংক্রান্ত কোর্স মডিউলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর অনুকূলে ৪,০২,০০,০০০/- (চার কোটি দুই লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত সম্পদটি সংগ্রহ করা হয়েছে:

- ১টি মোটরসাইকেল।

স্থায়ী ক্যাম্পাস

'ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ক্যাম্পাস, সুবিধাদি সৃজন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর জন্য বরাদ্দকৃত কল্যাণপুরস্থ ৪.৪৭ একর জমিতে আধুনিক অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের এসআরএফটিআই, পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট, মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ ও রামুজি ফিল্ম সিটিসমূহের স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি দিকসমূহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে হয় তা সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি প্রতিনিধিদলের বৈদেশিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্র ও সিনেমা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন ও শিক্ষা সফরের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে পূর্ব প্রণীত নকশার মধ্যে নতুন করে Film editing and Film related equipment display/exhibit area সহ আনুষঙ্গিক অফিস স্পেসগুলোতে পরিবর্তন এবং BCTI-campus-এর বিভিন্ন ভবনের জন্য পরিবেশবান্ধব, ব্যবহার উপযোগী নির্মাণসামগ্রীসহ Finish schedule প্রণয়নপূর্বক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা পাওয়া যায়। পর্যালোচনাকালে জমির পরিমাণ কম হওয়ায় আরো ২.২৬ একর জমিসহ মোট (৪.৪৭ + ২.২৬) = ৬.৭৩ একর জমিতে একটি পরিকল্পিত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে।

গবেষণা

আলোচ্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে রাজনীতির প্রতিফলন' শীর্ষক গবেষণাটির কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

সমঝোতা চুক্তি

৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ কলকাতার সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ

বিসিটিআই-এর প্রশিক্ষণ মডিউলে এ সংক্রান্ত শ্রেণিপাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মডিউল অনুযায়ী পাঠ অধিবেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের শিক্ষার্থীদের ভারতের রামুজি ফিল্ম সিটিতে শিক্ষা সফর

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি বাস্তবায়ন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজির সফল বাস্তবায়নকল্পে বিসিটিআই-এর প্রশিক্ষণ মডিউলে এ সংক্রান্ত শ্রেণিপাঠ এবং সেমিনার/ওয়ার্কশপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের SDG পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (Sustainable Development Goal, SDGs) বিষয়ে একটি বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

ইনস্টিটিউটে বর্তমানে বিভিন্ন পদে নারী কর্মরত রয়েছে। ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ মডিউলে নারী ও শিশুর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮-এর ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮-এর আলোকে নিম্নবর্ণিত ইশতেহার অনুচ্ছেদের ওপর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় কাজ করছে।

- ইশতেহারের ৩.১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তরুণ যুবসমাজের কর্মসংস্থান
- ইশতেহারের ৩.১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নে কার্যক্রম গ্রহণ
- ইশতেহারের ৩.২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাংস্কৃতিক বিকাশ
- ইশতেহারের ৩.৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণমাধ্যম কর্মী প্রশিক্ষণ
- ইশতেহারের ৩.১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ক মোট ৯টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করেছে:

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের ৩য় সেমিস্টারের অন্তর্ভুক্তি 'চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের ২য় সেমিস্টারের অন্তর্ভুক্ত 'টেলিভিশন প্রযোজনায় অভিনয়' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী সেমিনার।
- বিএফডিসি-এর এডিটিং ল্যাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের ডিজিটাল সম্পাদনা বিষয়ক কর্মশালা।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের ২য় সেমিস্টারের 'ওয়ার্কশপ অন টিভি গ্রাফিক্স' শীর্ষক কর্মশালা।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৫ম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্সের 'প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুটিং কৌশল' শীর্ষক কর্মশালা।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর ৪র্থ টেলিভিশন অনুষ্ঠান/সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স-এর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে ভারতের দিল্লির ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি)-এ টেলিভিশন জার্নালিজম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- ৪র্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স-এর শিক্ষা সফরে ভারতের কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এ 'লোকেশন সাউন্ড' বিষয়ক চার দিনব্যাপী কর্মশালা।
- সুইডিশ চলচ্চিত্র পরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যান জন্মশতবর্ষ স্মরণে সেমিনার ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৫ম টেলিভিশন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রযোজনা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা) কোর্স কর্তৃক দুই দিনব্যাপী 'Workshop on Modern European Film Trend' শীর্ষক কর্মশালা এবং 'চলচ্চিত্রে নারী-প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় নবসৃষ্ট 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' এদেশে এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। ফলে দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক, সাংগঠনিক, অবকাঠামোগত বিষয়সমূহের ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ খুবই সীমিত। প্রতিষ্ঠানটি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকাশনার মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জন্য যোগ্য ও দক্ষ নির্মাতা ও কলাকুশলী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স' স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রিতে রূপান্তরের সংশোধনী প্রস্তাবে ইতোমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এ সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করলে ইনস্টিটিউট এ উচ্চতর ডিগ্রি ও উচ্চতর গবেষণা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Film Development Corporation–BFDC) গঠিত হওয়ার মাধ্যমে এদেশে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে শিল্প সুবিধা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল ক্যামেরা, লেন্স, প্রসেসিং ইউনিট, ক্যামেরা ট্রলি, ডিজিটাল অডিও ডাবিং মিক্সিং এবং রি-রেকর্ডিং ইত্যাদি যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে বিএফডিসি চলচ্চিত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৫৯১

পূরণকৃত পদ: ২৬৩

শূন্যপদ: ৩২৮

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৫০	৩৭	২১৪	২৭	৩২৮

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের ভারতীয় বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের সাথে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মত বিনিময়

পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৫	১	৬

অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৮৬টি	১১৩.৪৭২৯	৪৯টি	১১	১.১০৪৪	৭৫টি	১১২.৩৬৮৫

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৫	--	১	২	৩	২

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
শূন্য	১	শূন্য	১	৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২ টি	৩ জন

বিএফডিসি'র ৭ নম্বর সুটিং ফ্লোরে সিসিমপুর সেটে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর. মিলার

ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফডিসি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালিতে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি, তথ্য সচিব আবদুল মালেকসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
কম্পিউটার (পিসি) ৫৪টি (২১টি অচল) ল্যাপটপ-১৪টি (ত্রুটি-০১টি)	আছে	আছে	--	--	--

আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

রাজস্ব আয়	২০১৮-১৯		২০১৭-১৮		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	০.০২	--	০.০৫	--	--	--

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি

(ক) চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৯ (খসড়া)

(খ) চলচ্চিত্র পাইরেসি নিরোধ আইন-২০১৮ (খসড়া)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত আরো কিছু কার্যাবলি

(ক) এ কর্পোরেশনের ভূমির মালিকানার বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল রিভিউ মামলা নং- ২৬২/১৭ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব মাহাবুবে আলম ও তার সহযোগী হিসাবে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব একরামুল হককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) এ কর্পোরেশনের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে দায়েরকৃত মামলায় 'কালা মানুষ' ছবির প্রযোজককে বিজ্ঞ আদালত জেল হাজতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন।

(গ) এ কর্পোরেশনের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে দায়েরকৃত মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'মহিলা হোস্টেল' ছবির প্রযোজক আদালতে বিএফডিসির পাওনা বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জমা প্রদান করেন।

(ঘ) সুপ্রিম কোর্টে ও জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এ কর্পোরেশনের বিচারাধীন ৪১টি মামলায় নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট রাইটার অতুল তিওয়ারী ও শ্যামা জায়েদীর বিএফডিসি পরিদর্শন

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

মোট প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপিতে মোট বরাদ্দ	বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
০১	১১৩.০০ লক্ষ টাকা	৩১.৪৬ লক্ষ টাকা (২৭.৮৪%)	-

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

তথ্য কমিশন

তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য কমিশন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

তথ্য কমিশন (Information Commission) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি বা বিদেশি অর্থ সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থাসহ সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠানটি তথ্য অধিকার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের জনগণ যাতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর নজর রাখতে পারে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান যেন তাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ৭৬
পূরণকৃত পদ: ৬৪
শূন্যপদ: ১২

বঙ্গভবনে ২৬শে জুন ২০১৯ রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ পেশ করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ

শূন্যপদের বিন্যাস

১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
৩	১	৮	-	১২

নিয়োগ প্রদান

কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৪ জন প্রেষণে	-	৪ জন প্রেষণে

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
-	২	-	২	-

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের বর্ণনা

শ্রেণি	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা (জন)	বার্ষিক মোট প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (ঘণ্টা)	চলতি মাস			বর্তমান মাস পর্যন্ত		
			লক্ষ্যমাত্রা (ঘণ্টা)	অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা (ঘণ্টা)	অর্জন	
				ঘণ্টা	শতকরা হার (%)		ঘণ্টা	শতকরা হার (%)
১ম	৬	৬০	২০	২০	১০০%	৬০	৬০	১০০%
২য়	৪	৬০	২০	২০	১০০%	৬০	৬০	১০০%
৩য়	১৩	৬০	২০	২০	১০০%	৬০	৬০	১০০%
৪র্থ	৯ (গাড়ি চালকসহ)	৬০	২০	২০	১০০%	৬০	৬০	১০০%

- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৮ জন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩টি	৫৭ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৪৫	আছে	আছে	আছে	২১	২৩

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও জনঅবহিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ।
- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন।
- প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে শুনানির মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ভবন নির্মাণ প্রকল্প কার্যক্রমের উদ্বোধন।
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন।
- ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালার পুনঃপ্রকাশ।
- তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী নির্মাণ।

তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরি করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। পাশে প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ ও তথ্য সচিব আবদুল মালেক।

বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অতি সহজেই কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতি মাসে 'তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন' বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও ও এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কাজ করছে।

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯টি, ২০১৭ সালে ৫৩০টি এবং ২০১৮ সালে ৭৩২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনে অভিযোগ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্য কমিশনের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, যেমন– জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ প্রকাশ ও রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতিবছর ৩১শে মার্চের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ প্রকাশ করে এবং তা রাষ্ট্রপতির কাছে ২৬শে জুন ২০১৯ তারিখে পেশ করে।

তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণকাজের উদ্বোধন

প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি। ২৪শে এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত প্লট, এফ-১৭-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক।

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানিতে অংশ নেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, এনডিসি

'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার' শীর্ষক কর্মশালা

'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার' শীর্ষক এক কর্মশালা ৬ই মার্চ ২০১৯ তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মূলত সাংবাদিকগণ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকতা চর্চা, বিশেষত এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর ও গভীরতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ও প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্ত করা। দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, প্রধান প্রতিবেদক এবং সম্পাদকগণের অংশগ্রহণে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক। মন্ত্রী মূল কর্মশালা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হওয়ায় দেশের জনগণ এখন থেকে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপিল এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

নারী সাংবাদিকদের 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২৬শে জুন ২০১৯ তথ্য কমিশন থেকে ঢাকা বিভাগের নারী সাংবাদিকদের 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। দুপুরে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তথ্য কমিশনে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনারের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ১০-১৩ই মার্চ ২০১৯ তথ্য কমিশনারগণের ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। উক্ত কনফারেন্সের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ১০ই মার্চ ২০১৯ UNESCO কর্তৃক আয়োজিত মনিটরিং অ্যান্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৬টি জেলার ১২০টি উপজেলায় মতবিনিময় সভা করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কলেজ, প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং তথ্য কমিশনে বিভিন্ন সময় 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা ১৬ই এপ্রিল ২০১৯ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

২৩শে জুন ২০১৯ নড়াইল জেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং জেলা অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার।

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানি

২০১৮ সালে তথ্য কমিশনে মোট ৭৩২টি (স্বপ্রণোদিত ১টিসহ) অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৩৮টি (স্বপ্রণোদিত ১টিসহ) অভিযোগ শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে, যা মোট অভিযোগের ৫৯.৮৪%। ২০১৮ সালে শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৩৬৭টি অভিযোগ এবং বছর শেষে অনিষ্পন্ন ৭১টি অভিযোগ ২০১৯ সালে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়। তথ্য কমিশনে ২০১৮ সালে দায়ের ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে ১০টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান না করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তথ্য সরবরাহের আদেশ দেয়া হয়, ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ প্রেরণ করা হয়। এরমধ্যে ১টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়া হয়, ৮টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয় এবং ১টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একই সাথে ক্ষতিপূরণ ও বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ২৮শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৮-৩০শে সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮' উদ্‌যাপন করে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান

তথ্য অধিকার আইন চর্চায় কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত ২০১৮ সালে প্রথম তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটি সারাদেশের সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিভিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে পুরস্কারের সুপারিশমালা তৈরি করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় চারটি পর্যায়ে যথা– মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত তথ্য কমিশনারগণের ১১তম কনফারেন্সে ১০ই মার্চ ২০১৯ UNESCO কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক মনিটরিং অ্যান্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ অংশগ্রহণ করেন

বিগত বছরের নীতিমালাকে পরিমার্জন ও বর্ধিত করে এ বছর তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যথা– মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি), তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের হাতে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল (Bangladesh Press Council) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। ১৯৭৯ সালে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান বজায় রাখা ও সংশোধন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি একটি আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪-এর ধারা ১২-এর আওতায় সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। এছাড়া এর আপিল বিভাগ ধারা ৯-এর আওতায় ঘোষণাপত্র প্রদান ও বাতিলকরণের ব্যর্থতার অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে একজন চেয়ারম্যান এবং ১৪ জন সদস্যের অনুমোদিত পদ রয়েছে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ১৫

পূরণকৃত পদ: ১৩

শূন্যপদ: ২

একজন কর্মচারীকে ২৫ বছর চাকরি পূর্তিতে অবসর প্রদানে শূন্যপদ তৈরি হয় এবং এ বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টে মামলা চলমান বিধায় পদটি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন

শূন্যপদের বিন্যাস

২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	১	-	২

নিয়োগ প্রদান : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সার্কভুক্ত দেশের প্রেস কাউন্সিলসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা: ১

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩	৪ জন

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ দুটিতে মোট ১১ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৯টি সেমিনার ও ১০টি প্রশিক্ষণ	৭২২ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৭	আছে	আছে	-	১	৪

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নভেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কা প্রেস কাউন্সিলের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল শ্রীলঙ্কা সফর করেন। শ্রীলঙ্কা সফরে প্রতিনিধিদল শ্রীলঙ্কা প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সাংবাদিকদের মাঝে ডিপ্লোমা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া ১৪-১৭ই নভেম্বর ২০১৮ প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে ভারতের 'ন্যাশনাল প্রেস ডে ২০১৮' (১৬ই নভেম্বর) উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ও প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে একটি শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়া ১৮ই ফেব্রুয়ারি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকার রূপসী বাংলা গ্র্যান্ড বলরুমে প্রেস কাউন্সিল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংবাদপত্র /সাংবাদিকদের মাঝে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০১৯' প্রদান করা হয়। উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এছাড়া ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাথে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, প্রেস কাউন্সিল নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রেস কাউন্সিল, ভুটান ও ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব প্রেস কাউন্সিলস-এর বিদেশি প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক প্রবর্তন, প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিভিন্ন কমিটিসমূহের মধ্যে জুডিশিয়াল কমিটির ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৬টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের ৪টি সভায় ২টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য কমিটিসমূহের মধ্যে ১টি নিয়োগ কমিটির সভা ও ৯টি দরপত্র কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলায় সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ৯টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪২০ জন ও মতবিনিময় সভায় ৩৬০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা–বাসস (Bangladesh Sangbad Sangstha–BSS) জাতীয় বার্তা সংস্থা হিসেবে দেশের ও বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদনা করে বিভিন্ন নিউজ নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রসমূহের কাছে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় পরিবেশন করে থাকে।

বাসস দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংবাদদাতাদের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদসহ সকল ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করে এবং বাসস-এর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকগণ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করে থাকে।

এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থার সাথে চুক্তির আওতায় আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহ করে সকল সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ ও প্রচার করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বছরে লক্ষাধিক সংবাদ প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশের সাথে বহির্বিশ্বের সংযোগের ক্ষেত্রে বাসস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

জনবল

অনুমোদিত পদ: ১৬৫

পূরণকৃত পদ: ১৬৫

বাসস কর্তৃক জেলা সংবাদদাতাদের জন্য আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৭	৯	১৬	৫	-	৫

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
৬৬টি	১৩.০৮	৪৩টি	১৫টি	১.৯৩	৫১	১১.১৫

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৪	২	-	২	৪	--

২৪শে মার্চ ২০১৯ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৭টি	৬৭ জন

- মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ই-ফাইলিং বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে ।
- মন্ত্রণালয়ে প্রতি শনিবার সংস্থার রিপোর্টিং এবং সম্পাদকীয় বিভাগের সাংবাদিকদের নিয়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। (OJT)-এর মাধ্যমে সংস্থার সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও বিতরণের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১লা জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১০টি	২৭৫ জন

তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	ইন্টারনেট সুবিধা	LAN সুবিধা	WAN সুবিধা	কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১৭৫	আছে	আছে	নাই	৯৭	৪৩

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন ২০১৮ অনুমোদন হয়েছে, যা ১৮ই নভেম্বর ২০১৮ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক এম এ মালেকের কাছে সমঝোতা স্মারক হস্তান্তর করেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ: উন্নয়ন সোপানে বাংলাদেশ-২ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে (মাঝে) বাসস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, (ডানে) সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মুখ্য সমন্বয়কারী মো. আবুল কালাম আজাদ, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিচালক যুগ্মসচিব মাহবুব হোসেন এবং বাসস-এর প্রধান বার্তা সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান, (বামে) আমার বাড়ি আমার প্রকল্পের পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব আকবর হোসেনসহ বাসস-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম

- বাসস ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সংবাদসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদসহ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ১,১০,৯৪৪টি সংবাদ প্রচার করেছে।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে সর্বস্তরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাসস একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ৩৫টি প্রতিবেদন/ফিচার এবং ৭টি বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ৭০টি প্রতিবেদন/ফিচারসহ সর্বমোট ১০৫টি বিশেষ প্রতিবেদন/ফিচার প্রকাশ করেছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাসস SDG বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ২১৩টি সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করেছে। এছাড়াও বাসস-এর সাংবাদিকদের নিয়ে SDG বাস্তবায়ন এবং সাংবাদিকদের ভূমিকা সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে।

- তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর স্বাক্ষরিত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার ১০০.৮৫% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে চুক্তি (APA) অনুযায়ী সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ১০ হাজার নির্ধারিত ছিল। এক্ষেত্রে বাসস ১,১০,৯৪৪টি সংবাদ সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাসস জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং সরকার ঘোষিত সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- Bangladesh Sangbad Sangstha Ordinance, 1979 (Ordinance No. XX of 1979) রহিত করে এর বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) আইন, ২০১৮' জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ১৪ই নভেম্বর ২০১৮ তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

- ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। 'শোকের মাস আগস্ট' শিরোনামে সংস্থার ওয়েবসাইটে বিশেষ ট্যাব চালু করে সংবাদ ও ছবি প্রদর্শন এবং ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সংস্থার নারী সাংবাদিক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আয়োজনে বিশেষ আলোচনাসভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বাসস ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংস্থার সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

- প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার মতো অডিও ভিজুয়াল সংবাদ তৈরি ও সরবরাহের লক্ষ্যে সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। ৩ বছর মেয়াদি প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিউজ স্টুডিও ও সংবাদকক্ষ (অ্যাকোস্টিক কাজসহ) নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এটুআই-এর সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক, কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে লাইভে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ৮ই জুলাই ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাস হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। এখন পর্যন্ত এর জনবল কাঠামো নির্ধারণ হয়নি। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের নিয়ে এর কার্যক্রম বর্তমানে পরিচালিত হয়ে আসছে। তথ্যমন্ত্রী, তথ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সমন্বয়ে এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। তথ্যমন্ত্রী পদাধিকার বলে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, তথ্য সচিব পদাধিকার বলে ভাইস চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে সদস্য-সচিব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ আয়োজিত অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের কাছে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

ট্রাস্টের কার্যাবলি

- দুস্থ ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের কল্যাণ সাধন।
- ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- পেশাগত কাজ করতে অক্ষম ও অসমর্থ সাংবাদিককে আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- অসুস্থ সাংবাদিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- সাংবাদিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার জন্য এককালীন মঞ্জুরি, বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান।
- দুর্ঘটনায় বা দায়িত্বপালনকালে কোনো সাংবাদিক গুরুতর আহত হলে তাকে বা তার মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে সাহায্য প্রদান।
- ট্রাস্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ।
- অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা দুস্থ সাংবাদিক অথবা প্রথিতযশা প্রয়াত সাংবাদিকদের অসচ্ছল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তাহাদের কল্যাণ সাধন।
- উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে-কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত ছাড়কৃত ৫ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৭৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। অব্যয়িত ১৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬২২ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। কল্যাণ অনুদান খাতে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সাংবাদিকদের প্রদান করা হয়েছে। ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সিডমানি হিসেবে FDR করা হয়েছে এবং অন্যান্য খাতে ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৭৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন, যা FDR করা হয়েছে।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

- যে কোন বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপস-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

Bangladesh Quarterly

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120
Half yearly : Tk. 60
Per copy : Tk. 30

- The periodical Bangladesh Quarterly invites writings in any aspect of Bangladesh.
- It publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with a write-up.
- Soft copy (in word file) along with the hard copy of any write-up would cordially be accepted. The soft copy may also be sent by e-mail other than CD or Pen Drive.
- The writer will be given honorarium.
- We appreciate your suggestions, opinion and comments for the improvement of the next issues.

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল- সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com. নবারুণ : nbdfp@yahoo.com, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

প্রকাশনায়
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়